পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 175 Wednesday, 27 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৭৫ সংখ্যা ❋ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার, ২৭ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, মৃত ৬

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৬ মেঃ ভোরের আলো ফুটতেই মঙ্গলবারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে মঙ্গলবার ভোরে একটি ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় নিহত অন্তত ৬ জন এবং ২১ জনেরও বেশি গুরুতর আহত হয়েছেন। ভোর আনুমানিক ৫টা ১৫ মিনিটে নিবহা খেরা গ্রামের কাছে একটি এসি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর বাসটি উলটে যায়, ফলে ঘটনাস্থলে ব্যাপক হতাহতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অউরাস থানার পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা

আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি দিল্লি থেকে বিহারের দিকে যাচ্ছিল। প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে প্রাথমিক অনুমান। তদন্তে জানা গিয়েছে, চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসটি দ্রুতগতিতে চলছিল এবং হঠাৎ ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এরপর এটি সড়কের পাশের রেলিংয়ে আটকে যায়। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের মধ্যে ২৮ জনকে উন্নাওয়ের অউরাস কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেলে সেখানে ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ২১ জন গুরুতর আহতকে পরে লখনউ ট্রমা সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রবি চরন রাম (প্রায় ৫০), সুরেশ কুমার জয়সওয়াল (৪০), বিদেশী গুপ্তা (৪৫), বিজয় কুমার (২৪) এবং আরও দুইজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। জেলা প্রশাসক ঘনশ্যাম মীনা ও এসএসপি জাই প্রকাশ সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার নির্দেশ দেন। ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলের সভাপতি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাও এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

এবার সীমান্ত সুরক্ষায় জোর দিতে রাজ্যে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৬ মেঃ অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রের একটাই নীতি। ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট। বাংলাতেও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার সীমান্তে সুরক্ষা জোরদার করতে তৎপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশজুড়ে সফর শুরু করছেন তিনি। মূলত, দেশের সীমান্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখবেন। তাঁর সফর তালিকা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই তিনি স্মার্ট বর্ডারের ঘোষণা করেছিলেন। মূলত, সীমান্ত এলাকাগুলি দুর্ভেদ্য করে তুলতেই এই বিশেষ প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্প নিয়েও সীমান্তের রাজ্যগুলির সঙ্গেও কথা বলবেন অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্র খবর, চার রাজ্যে সফর করবেন অমিত শাহ। আজ থেকেই সেই সফর শুরু হচ্ছে। এদিন, রাজস্থানের বিকানের-এ যাবেন তিনি। সীমান্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখবেন। একইসঙ্গে রাজস্থানের সীমান্ত লাগোয়া পাঁচ জেলার ডিএম, এসপি, পুলিশ আধিকারিক, রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিক,

বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করবেন। আগামী মাসেই আসছেন পশ্চিমবঙ্গে। ১৫ জুন রাজ্যে পা দেবেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখবেন। উল্লেখ্য, বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। তারই মধ্যে অমিত শাহের সীমান্ত সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত এলাকার কোনও একটি বিএসএফ পোস্ট ঘুরে দেখবেন তিনি। এছাড়া, সীমান্ত লাগোয়া জেলার ডিএম, এসপি, পুলিশ আধিকারিক, রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিক, বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করবেন। সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে বিএসএফকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জনবিন্যাস পরিবর্তন রুখতে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে চায় সরকার। জানা গিয়েছে, চার রাজ্যে সফরের পর স্মার্ট বর্ডার বাস্তবায়ন নিয়ে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ, অসমএবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

'আত্মসমর্পণ করুন', জাহাঙ্গিরকে সাফ নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মেঃ ফলতায় পরাজয়ের পর এবার চরম অস্বস্তিতে ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খান। আগের দেওয়া রক্ষাকবচের মেয়াদ আর বাড়াতে চাইল না আদালত। এই মুহূর্তে অন্তর্বতী রক্ষাকবচ নয়। সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার বিচারপতি পার্থসারথী সেনের অবকাশকালীন বেঞ্চের নির্দেশে নতুন করে আর কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া হল না। গত রবিবার ফলতা কেন্দ্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার পর্যন্ত মেয়াদ ছিল জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচের। সেই মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়েছিল আদালতে। কিন্তু প্রার্থী হিসেবে যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল, সেটা কেন এখনও থাকবে, প্রশ্ন ওঠে হাইকোর্টে। ভোটের আগেই যিনি নিজেকে 'পুষ্পা' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, পুনর্নির্বাচনের আগে সেই জাহাঙ্গিরই প্রার্থী হিসেবে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। উল্লেখ্য, ফলতা থানায় জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই এই রক্ষাকবচ চাওয়া হয়েছিল। পুনর্নির্বানের আগে সেই রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি পার্থসারথী সেন বলেন, ''ঠিক হোক বা ভুল, পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মানে আপনাকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। আপনি আত্মসমর্পণ করুন। তদন্তে সহযোগিতা করুন।'' বিচারপতির পরামর্শ, পুলিশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে চাইলে মামলা তুলে নিতে পারেন জাহাঙ্গির। তবে মামলা তুলে নিতে রাজি হননি জাহাঙ্গিরের আইনজীবী।

চিনকে রুখতে ভারত-আমেরিকার মহাসন্ধি স্বাক্ষর!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ মেঃ উন্নত প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব শক্তি এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ভারত ও আমেরিকার। মঙ্গলবার দু'দেশের মধ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ফ্রেমওয়ার্ক' চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। আন্তর্জাতিক মহলের মতে, সেমিকন্ডাক্টর, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ব্যাটারি এবং সামরিক ক্ষেত্রে ক্রমে মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা 'রেয়ার আর্থ মিনারেলস' বা বিরল খনিজের ক্ষেত্রে চিনের একচেটিয়া আধিপত্যকে টক্কর দিতেই এই মেগা চুক্তি। চলতি বছরের শুরুতে ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ফোরাম অন রিসোর্স

জিওস্ট্র্যাটেজিক এনগেজমেন্ট'-এর সূচনা করেছিলেন আমেরিকান বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। আমেরিকান দূতাবাস সূত্রে খবর, মঙ্গলবারের এই চুক্তিটি সেই আলোচনারই পরবর্তী ধাপ। এই ফ্রেমওয়ার্কের মূল লক্ষ্য হলো কৌশলগত খনিজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং একক কোনও দেশের উপরে নির্ভরতা কমিয়ে বাজারকে সুরক্ষিত রাখা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চুক্তির ফলে বিরল খনিজের সন্ধানে অর্থায়ন, এর সরবরাহ ব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপক করে তোলা, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং বিরল খনিজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যৌথ ভাবে কাজ করবে ভারত ও আমেরিকা। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই চুক্তিকে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের গভীর সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি বলেছেন।

আজ থেকে শুরু অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিলআপ

স্কুল-মন্দিরের কাছে কোনও মদের দোকান নয়

সঙ্গে ৫ টাকায় মাছ-ভাতের মেগা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৬ মেঃ কল্যাণী থেকে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরের এক কিলোমিটারের মধ্যে আর মদের দোকান চলবে না বলে জানালেন তিনি। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য

মাসিক আর্থিক সাহায্য, পাঁচ টাকায় মাছ-ভাত এবং পৃথক আয়ুষ দফতর গঠনের ঘোষণা করেছেন এদিন। কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''স্কুল, কলেজ ও মন্দিরের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও মদের দোকানকে অনুমতি দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করা হবে।'' প্রশাসনের একাংশের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানের আশপাশের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই পদক্ষেপ। সবচেয়ে বড় ঘোষণাগুলির মধ্যে রয়েছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২৭ মে থেকেই নবান্ন থেকে এই প্রকল্পের আবেদনপত্র বিলি শুরু হবে। প্রকল্পের আওতায় যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, লক্ষ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম কাল থেকেই দেওয়া হবে। সমস্ত ভারতীয় নাগরিক এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।'' এই বিষয়ে প্রক্রিয়া স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বুধবার নবান্ন থেকে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, অর্থসচিব এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং আমি যৌথভাবে এই ফর্মটি প্রকাশ করব। অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পেতে গেলে এই ফর্মটি পূরণ করা বাধ্যতামূলক।'' উপভোক্তাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, ''বুধবারই এই বিষয়ে সব কিছু বিস্তারিত গাইডলাইন জানিয়ে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষ যত দ্রুত নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শেষ করবেন, আমাদের সরকারের পক্ষেও তত তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।'' এ ছাড়াও রাজ্যজুড়ে ভর্তুকিযুক্ত ক্যান্টিন চালুর কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৪০০টি বিশেষ ক্যান্টিন তৈরি করা হবে। সেখানে মাত্র পাঁচ টাকায় মাছ-ভাত মিলবে। সাধারণ মানুষের জন্য কম খরচে খাবারের ব্যবস্থা করতেই এই উদ্যোগ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দফতরের আওতা থেকে আলাদা করে একটি পৃথক আয়ুষ দফতর গঠন করা হবে। আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত পরিষেবাগুলিকে আরও বিস্তৃত করতে এই পদক্ষেপ। মঙ্গলবার কল্যাণীতে নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলার উন্নয়নমূলক কাজ পর্যালোচনা করতে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন একাধিক সাংসদ ও বিধায়করা। এসেছিলেন তৃণমূলের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও তিন বিধায়কও। সম্প্রতি বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ ছাড়ার পর কাকলির এই বৈঠকে উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব তৈরি করেছে। দেগঙ্গা, স্বরূপনগর ও হাড়োয়ার বিধায়কেরাও এদিন বৈঠকে অংশ নেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, তিন জেলার সমস্ত সাংসদ ও বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বৈঠকে মূলত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন, তৃণমূল স্তরে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি এবং চলতি প্রকল্পগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক পরিষেবা আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে জট কাটছে

খুব শিগগির রাজভবনে শপথ গ্রহণ, তালিকায় চমকও থাকবে কিছু

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাংলায় ২০৮টি আসন নিয়ে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্রিগেডে সেই প্রথম দফার শপথগ্রহণে তাঁর সঙ্গে মাত্র ৫ জন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন- দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, খুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামানিক। তারপর থেকে গত দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মন্ত্রিসভার বাকি পদগুলি ফাঁকাই রাখা হয়েছিল। কেন শুভেন্দু মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে তাড়াহুড়ো করছেন না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। অবশেষে সেই রহস্যের অবসান ঘটিয়ে দিল্লির সবুজ সংকেত মিলতেই পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে চলেছে রাজ্যের প্রথম বিজেপি মন্ত্রিসভা। তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দিন থেকেই রাজধর্ম পালনে কোনও খামতি রাখতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোনও জাঁকজমক বা দ্রুত মন্ত্রিসভার বহর না বাড়িয়ে, তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন মানুষের আস্থা অর্জনে। নির্বাচনের আগে দেওয়া ইস্তাহারের মূল প্রতিশ্রুতিগুলি দ্রুত কার্যকর করাই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। ক্ষমতায় এসেই প্রথম দুই সপ্তাহে- 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' চালুর সরকারি প্রক্রিয়া শুরু করা, 'আয়ুষ্মান ভারত' যোজনা রূপায়ণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা, ভিবি রাম জি তথা একশ দিনের কাজ শুরু করা এবং সরকারি চাকরিতে স্বচ্ছ নিয়োগের বিষয়ে স্পষ্ট দিশানির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তা ছাড়া দুর্নীতি দমন এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রথম দিন থেকেই কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে এই জরুরি বার্তা ও নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করার পরই এবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের চূড়ান্ত ধাপে হাত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির শীর্ষ সূত্রের দাবি, নতুন মন্ত্রীদের সম্ভাব্য তালিকায় রাজ্য বিজেপির একাধিক পরিচিত ও হেভিওয়েট মুখ থাকা একপ্রকার নিশ্চিত। যাঁদের নাম এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, তাঁরা হলেন-তাপস রায়, স্বপন দাশগুপ্ত, শঙ্কর ঘোষ এবং শারদ্বত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে এবারের

মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নামের পরিচিতি নয়, বরং তিনটি মূল সমীকরণকে মাথায় রাখছে পদ্ম শিবিরঃ ১. আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব- উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, জঙ্গলমহল থেকে রাঢ়বঙ্গ- প্রতিটি প্রান্তের ভৌগোলিক ভারসাম্য রক্ষা করা। ২. যোগ্যতা ও শিক্ষাগত মান- প্রশাসনিক কাজ সামলানোর মতো দক্ষতা বিচার। ৩. জাত-পাতের সমীকরণ- বাংলার সামাজিক ও জাতিগত সমীকরণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। বর্তমানে যে ৫ জন মন্ত্রী রয়েছেন, তাঁদের সাময়িকভাবে দুটি করে দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে নতুন মন্ত্রীরা আসার পর এই দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হালকা হবে। চূড়ান্ত রদবদলের পর পুরোনো ৫ মন্ত্রীর হাতে কেবলমাত্র একটি করে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দফতর রাখা হতে পারে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিজের হাতে থাকবে স্বরাষ্ট্র দফতরসহ মোট ৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব। বিজেপির এক রাজ্য নেতার কথায়, রাজ্যে ২০৮ জন বিধায়ক জয়ী হওয়ায় স্বভাবতই অনেকের মনেই মন্ত্রী হওয়ার উচ্চাশা বা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া অনেক জেলাতেই দেখা যাচ্ছে, একাধিক বিধায়কের রাজনৈতিক সিনিয়রিটি বা যোগ্যতা প্রায় সমপর্যায়ের। ফলে কাকে মন্ত্রী করা হবে আর কাকে বাদ দেওয়া হবে-তা বেছে নেওয়া ছিল এক মস্ত বড় পরীক্ষা। এর সঙ্গে আরও একটি বড় ব্যবহারিক সমস্যা ছিল 'প্রশাসনি অভিজ্ঞতা'। বিজেপির নতুন বিধায়কদের একটি বড় অংশেরই অতীতে পঞ্চায়েত বা পুরসভাতেও সদস্য হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। তাই একবার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে যাওয়ার পর যাতে কোনও ধরণের প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক জটিলতা না তৈরি হয়, তার জন্য নিখুঁত স্ক্রিনিং করতে এই বাড়তি সময়টুকু নিলেন শুভেন্দু অধিকারী-শমীক ভট্টাচার্যরা। রাজ্য বিজেপির ওই নেতার স্পষ্ট বক্তব্য, মন্ত্রিসভার নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কিছু মানুষ শেষমেশ হয়তো বঞ্চিত হবেন, কারও একটু আধটু অভিমানও হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, বাংলায় বিজেপির সংগঠনকে আরও মজবুত করতে এবং সরকারের বাইরেও বড় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই একটু সবুর করলে দলের জন্য লড়াই করা কাউকেই শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হবে না।

আপনার KYC আপ-টু-ডেট করে রাখুন
অবিরত ব্যাংকিং পরিষেবার জন্য

আপনার KYC-র বিশদ পরিবর্তন না হয়ে থাকলে,
আপনি লেটার / অনলাইন ব্যাঙ্কিং / মোবাইল ব্যাঙ্কিং / এটিএম / আপনার মোবাইল নম্বর / ব্যাঙ্কে রেজিস্টার্ড ইমেল বা বিজনেস করেসপন্ডেন্টের (BC) মাধ্যমে পুনরায় KYC-এর জন্য একটি সেলফ-ডিক্ল্যারেশন জমা দিন।

আপনার KYC-র বিশদ পরিবর্তন হয়ে থাকলে,
আপডেট করা বিশদের সঙ্গে যেকোনো একটি ডকুমেন্টের কপি জমা দিন : আধার / ভোটারের আইডি / NREGA জব কার্ড / ড্রাইভিং লাইসেন্স / পাসপোর্ট / ন্যাশানাল পপুলেশন রেজিস্টার দ্বারা জারি করা পত্র।

আপনি আপনার নিকটস্থ ব্যাঙ্ক শাখায় গিয়েও আপনার KYC আপডেট করতে পারেন।

বিস্তারিত জানার জন্য,
ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in/KYC
অফিশিয়াল হোয়াট্সঅ্যাপ নম্বরগুলি:
99990 41935 / 99309 91935

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

এস জয়শঙ্করের পৌরহিত্যে কোয়াড বৈঠক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরলেন বিদেশমন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ মে ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের পৌরহিত্যে নতুন দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরা। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রীরা কোয়াড বৈঠকে নানা দিক তুলে ধরেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কোযাড় বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং বলেন, আমরা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং এমন একটি শক্তিতে মিলিত হয়েছি যা ইন্দো-প্যাসিফিক ও বিশ্বকে রূপদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ওয়াশিংটনে আমাদের পূর্ববর্তী একটি কোযাড় বৈঠকে মন্ত্রী জয়শঙ্করের করা একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করে শুরু করতে চাই, যেখানে তিনি বিভিন্ন বিকল্পের কথা বলেছিলেন এবং ইংেদা-প্যাসিফিক ও এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর নিরাপত্তা ও সার্বভৌম স্বার্থ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পছন্দের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমরা সম্মিলিতভাবে যা করতে পারি, সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। কোয়াডে অস্ট্রেলিয়ার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই মূল কেন্দ্রবিন্দু।বৈঠকে মার্কো রুবিও বলেন, আমি মন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, শুধু গত তিন দিনের দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্যই নয়, বরং আজ এখানে আবারও এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করার জন্যও আমাদের আতিথেয়তা করার জন্য। আমি যখন বিদেশ সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং যেমনটা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, শপথ গ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিদেশ সচিব হিসেবে আমার প্রথম বৈঠকটি ছিল কোয়াডের সঙ্গে। আমি মনে করি, এটি এই প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ দেয়। কিন্তু গত এক বছর ধরে আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য ছিল এটিকে এমন একটি ফোরাম থেকে রূপান্তরিত করা, যেখানে আমরা শুধু মিলিত হই এবং আলোচনা করি। আমি মনে করি, আমরা নিজ নিজ জনগণকে জানাতে পারি যে, সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে আমরা বেশ জোরালোভাবেই সেই কাজটি শুরু করতে চলেছি।জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিসু মোতেগি বলেন, এই কোয়াড বৈঠক বিশ্বের কাছে এই দৃঢ় বার্তা বহন করে যে, একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক বাস্তবায়নের জন্য কোয়াড জোরালোভাবে সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর উচিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা-সহ নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা জোরদার করা।আমি কোয়াড সহযোগিতা ত্বরান্বিত করা-সহ খোলামেলা আলোচনার প্রত্যাশা করি।

তিন-দিনের সিকিম সফরে গ্যাংটক পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

গ্যাংটক, ২৬ মে ঃ তিন-দিনের সিকিম সফরে মঙ্গলবার গ্যাংটক পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। লিবিং হেলিপ্যাডে রাষ্ট্রপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সিকিমের রাজ্যপাল ওম প্রকাশ মাথুর এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৮ মে পর্যন্ত সিকিম সফর করবেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি গ্যাংটকের নামগিয়াল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি পরিদর্শন করবেন। বুধবার রাষ্ট্রপতি মুর্মু নাথু লা পাস পরিদর্শন করবেন। একই দিনে, তিনি গ্যাংটকে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। ২৮ মে, রাষ্ট্রপতি গ্যাংটকে সিকিম পুলিশের কাছে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পতাকা প্রদান করবেন।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে ম্যাকটমিনেকে নিয়ে বিশেষ নোট প্রকাশ করল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড

এডিনবরা, ২৬মেঃ স্কটল্যান্ডের ঐতিহাসিক ২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সোমবার বিশেষ সীমিত সংস্করণের ২০ পাউন্ডের নোট প্রকাশ করেছে ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড। এই নোটে জায়গা পেয়েছে স্কটিশ ফুটবলের নায়ক স্কট ম্যাকটমিনের দুর্দান্ত বাইসাইকেল কিক, যা ডেনমার্কের বিপক্ষে হ্যাম্পডেন পার্কে করা হয়েছিল।বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার এই মুহূর্তটি স্কটল্যান্ডের জন্য ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৯৮ সালের পর অর্থাৎ দীর্ঘ ২৮ বছর পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা পায় তারা।সেই জয়ের ম্যাচে স্কটল্যান্ড ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত করে।নতুন এই নোটের নকশায় ঐতিহ্যবাহী স্কটিশ মুদ্রার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আধুনিক ফুটবল থিম যুক্ত করা হয়েছে। নোটটির কেন্দ্রে রাখা হয়েছে প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ম্যাকটমিনেকে, যার সেই গোল পুরো ক্যাম্পেইনের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছে।ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড জানিয়েছে, মাত্র ১০০টি এই স্মারক নোট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু নিলাম, র‍্যাফেল এবং এডিনবার্গ ও গ্লাসগোতে আয়োজিত বিশেষ ফ্যান ইভেন্টের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।এই উদ্যোগের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। এই প্রকল্প থেকে সংগৃহীত অর্থ দান করা হবে 'ক্রাইসিস স্কটল্যান্ড'-এ, যা স্কটল্যান্ডে গৃহহীনদের সহায়তায় কাজ করে।

প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্য, ফের আইনি জটে রাহুল গান্ধী

রায়বরেলি, ২৬ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ফের আইনি জটিলতায় জড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তাঁর বিরুদ্ধে রায়বরেলির আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন এক বিজেপি নেতা। আদালত অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৬ জুন। মঙ্গলবার এই বিষয়ে জানা গেছে।অভিযোগকারী বিজেপি নেতা শাকিল আহমেদ খানের দাবি, প্রতিহিংসার মনোভাব থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন রাহুল গান্ধী। এর ফলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর মানহানি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।শাকিল আহমেদ খানের বক্তব্য, দেশের পরিবেশ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছেন রাহুল গান্ধী। তিনি আরও জানান, পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এমপি-এমএলএ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।সোমবার রায়বরেলি জেলার পঞ্চম অতিরিক্ত দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন) বিনয়শীলের আদালতে এই মানহানির অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন অভিযোগকারী। আদালত অভিযোগ নথিভুক্ত করে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন হিসেবে আগামী ১৬ জুন নির্ধারণ করেছে।

ভুয়ো এনকাউন্টার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্রঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ, ২৬ মে ঃউত্তর প্রদেশে সরকারের সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, ভুয়ো এনকাউন্টার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র। মঙ্গলবার লখনউতে এক অনুষ্ঠানে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, ২০২০ সালে হাথরাসে মেয়েটির সঙ্গে যা ঘটেছিল, ২০২৬ সালে আমরা আবারও প্রায় একই রকম ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি। তথ্য থেকে তা স্পষ্ট এবং পরিসংখ্যানেও তা দৃশ্যমান যে, সরকার সবকিছু লুকাতে চায় এবং নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সত্যকে জনগণের কাছে পৌঁছাতে দিতে চায় না। ভুয়ো এনকাডন্টার নিয়ে প্রশ্ন ওঠা এটাই প্রথমবার নয়। গত সোমবার আমরা যা দেখেছি, পরিবারের সদস্যরা যা বলছেন এবং প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকার ক্রমাগত ভুয়ো এনকাউন্টার চালানোর ষড়যন্ত্র করে চলেছে। অখিলেশ আরও বলেন, এই কারণেই ভুয়ো এনকাউন্টারগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি বড় ষড়যন্ত্র। এগুলো সংবিধান দ্বারা

কাঠমান্ডুতে ছড়াল মারাত্মক বার্ড ফ্লু, উচ্চ সতর্কতার নির্দেশ প্রশাসনের

কাঠমান্ডু (সংবাদ সংস্থা), ২৬ মে ঃ নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর একাধিক এলাকায় ভয়াবহ 'হাইলি প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা' বা বার্ড ফ্লু সংক্রমণের হদিস মিলেছে। পরিস্থিতিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে স্থানীয় প্রশাসন সাধারণ মানুষ ও পোলট্রি খামার মালিকদের উচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আবেদন জানিয়েছে। সংক্রমণ রুখতে ইতিমধ্যেই বিশেষ অভিযান শুরু করেছে পুরসভা প্রশাসন।কাঠমান্ডু পুরসভার প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক রামনারায়ণ মৌলির বক্তব্য, সংক্রমিত এলাকাগুলিতে থাকা হাঁস, মুরগি, কোয়েল, লৌকাট-সহ বিভিন্ন পাখি, তাদের ডিম এবং খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। সংক্রমণ যাতে অন্যত্র না ছড়ায়, সে জন্য আক্রান্ত এলাকাগুলিতে দ্রুত গতিতে জীবাণুমুক্তকরণ ও নিরাপদ উপায়ে পাখি নিধনের কাজ চলছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, বার্ড ফ্লু পাখি থেকে মানুষের শরীরেও সংক্রমিত হতে পারে। সেই কারণেই একে 'জুনোটিক বা উচ্চ ঝুঁকির সংক্রামক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সাধারণ নাগরিক ও পোলট্রি খামার পরিচালকদের জন্য একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে পুরসভা।নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পোলট্রি খামারে অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি ও যানবাহনের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে প্রবেশের আগে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। একই সঙ্গে এক খামারের কর্মীকে অন্য খামারে যাতায়াত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ব্যবহৃত ডিমের কাগজের ট্রে বা ক্রেট পুনরায় ব্যবহার না করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।খামারগুলিতে জৈব সুরক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করার উপর গুরুত্ব দিয়েছে প্রশাসন। খামারে প্রবেশের সময় আলাদা বুট ও অ্যাপ্রন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন খামার চত্বর জীবাণুমুক্ত করা এবং কুকুর, বিড়াল কিংবা ইঁদুরের মতো প্রাণীদের প্রবেশ রুখতেও বলা হয়েছে।ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের পরামর্শ, মাংস ও মাংসজাত খাদ্য সম্পূর্ণ ভাবে সেদ্ধ বা রান্না করে তবেই খেতে হবে। পাশাপাশি পাখিজাত পণ্য পরিবহণের সময় পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র সঙ্গে রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।কোনও খামার বা বাড়িতে পালন করা পাখি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অস্বাভাবিক হারে মারা গেলে সেগুলিকে খোলা জায়গায় না ফেলে নিরাপদ উপায়ে মাটিচাপা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন। একই সঙ্গে দ্রুত স্থানীয় প্রশাসন, পশু পরিষেবা শাখা অথবা পশু চিকিৎসা দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সতর্ক থাকুন, বার্ড ফ্লু থেকে নিজেকে, নিজের ব্যবসা ও সমাজকে রক্ষা করুন'- এই বার্তা দিয়ে পুরসভা জানিয়েছে, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। আক্রান্ত এলাকাগুলিতে প্রযুক্তিগত দল মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন সর্বতো ভাবে প্রস্তুত বলেও দাবি করা হয়েছে।

জাহাঙ্গির খানের রক্ষাকবচ প্রত্যাহার হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৬ মে ঃ ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের রক্ষাকবচ তুলে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার হাই কোর্টের গ্রীষ্ম অবকাশকালীন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, যে পুনর্নির্বাচনকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল, তা সমাপ্ত হয়েছে। জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে যে এফআইআর আছে, তা গুরুতর। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে জাহাঙ্গিরের সামনে আগাম জামিনের আর্জি জানানোর পথও খোলা থাকছে। কিন্তু, রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই আদালত মনে করেছে।উল্লেখ্য, গত রবিবার ফলতা বিধানসভা পুনর্নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে।

কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠকে শুভেন্দুর, মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কল্যাণী, ২৬ মে ঃ নদিয়ার কল্যাণীতে মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল কালাম আজাদ অডিটোরিয়াম সংলগ্ন স্থানে এসে পৌঁছন। পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। সেখানে নদিয়ার জেলাশাসক শ্রীকান্ত পল্লী, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার স্বাগত জানান। পরে ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগদান করেন।এপিজে আব্দুল কালাম প্রেক্ষাগৃহে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হুগলি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। আমন্ত্রিত ছিলেন ওই তিন জেলার বিধায়ক-সাংসদেরা। উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার সদ্যনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক আনিসুর রহমান বিদেশ, স্বরূপনগরের বীণা মণ্ডল এবং হাড়োয়ার আব্দুল মতিন। দলের সঙ্গে তাঁর ' দুরত্ব নিয়ে নানা জল্পনার মাঝে এ বার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকেও পৌঁছে যান বারাসাতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

নিজের বই প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিচারণা শিবরাজের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৬ মে ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মঙ্গলবার তাঁর বই 'আপনপনঃনরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, সন্ত্রাসবাদ তখন চরমে। কাশ্মীর উপত্যকায়, কাশ্মীরের লাল চকে তিরঙ্গা পতাকা ওড়ানোর কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ডঃ যোশী তখন ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ছিলেন। বিজেপি সিদ্ধান্ত নেয়, একতা যাত্রার নেতৃত্ব দেবেন তিনি এবং শ্রীনগরের লাল চকে তিরঙ্গা উত্তোলন করা হবে। আর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় নরেন্দ্র মোদীজিকে। নরেন্দ্র ভাইয়ের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, সেই প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাঁর ভাবনাগুলো দেখতে পাইঃসাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো, মানুষকে একতাবদ্ধ করা এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। তিনি বলেছিলেন, শুধু শ্রীনগরের লাল চকেই তিরঙ্গা উত্তোলন করা হবে না। দেশের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে তিরঙ্গা উড়বে।শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য আয়োজিত একটি সভায়, নরেন্দ্র ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন তো, কার ইমেল আইডি আছে?' উপস্থিত সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে শুরু করলেন। মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে আসে, তারপর প্রয়াত বাবুলালজি গৌর, যিনি পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, বললেন, 'নরেন্দ্র ভাই, এই মেয়েদের ইমেল নিয়ে কী হবে?' তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) জানতেন যে ভারতের ভবিষ্য গড়তে, একটি বিকশিত ভারত গড়তে প্রযুক্তি অপরিহার্য। তিনি সেই সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বুঝতেন। তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন এবং সময়ের আগেই ব্যবস্থা করার জন্য কাজ করতেন।

শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার

নিজস্ব প্রতিনিধ,নদিয়া, ২৬ মে ঃ মঙ্গলবার কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। কাকলি সদ্য উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের তৃণমূল জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরমধ্যেই কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি রাজনৈতিক জল্পনা বাড়িয়েছে। বৈঠক প্রসঙ্গে কাকলির মন্তব্য, এটা কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়। এটি প্রশাসনিক কর্মসূচি। সেই কারণেই তাঁর উপস্থিতি বলে জানিয়েছেন।মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হুগলি- এই তিন জেলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠক ছিল কল্যাণীতে। কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক। আর সেই বৈঠকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় বিরোধী দলের সাংসদ-বিধায়কদের। রাজ্যে পালাবদলের পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিদ্ধান্ত নেন, এবার থেকে সমস্ত প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হবে বিরোধী দলের সাংসদ-বিধায়কদের। সেই মতো এদিন কল্যাণীর বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ এবং বিধায়কদেরও ডাকা হয় বলে খবর। সেই আমন্ত্রণ পেয়েই এদিন বৈঠকে যোগ দেন বারাসাতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ আরও তিন তৃণমূল বিধায়ক।উল্লেখ্য, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কাকলির এই বৈঠকে উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

কাঠমান্ডুতে ১০ জুন ' এভারেস্ট সামিটার্স সামিট', সম্মানিত হবেন ১৭৬ জন পর্বতারোহী

কাঠমান্ডু, ২৬ মে ঃ নেপালে আগামী ১০ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'এভারেস্ট সামিটার্স সামিট'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা ২৬টি দেশের মোট ১৭৬ জন পর্বতারোহীকে এ বার বিশেষ পদক ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হবে।মঙ্গলবার ' এভারেস্ট অ্যালায়েন্স নেপাল'-এর সভাপতি সুদর্শন নেপাল জানিয়েছেন, আয়োজক সংস্থা এভারেস্ট অ্যালায়েন্স নেপাল এবং নেপাল সরকারের সংস্কৃতি, পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের যৌথ সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর থেকেই এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহীদের সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের বিপুল সাফল্যই এই আয়োজনের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এটি এখন আর শুধু নেপালের অনুষ্ঠান নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিণত হয়েছে। এ বার নেপাল সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় পাওয়ায় আমরা আরও উৎসাহিত। আয়োজকদের বক্তব্য, হিমালয়ের ভবিষ্য রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সগরমাথা তথা মাউন্ট এভারেস্ট আরোহনকারী পর্বতারোহীদের অসামান্য সাহস, দক্ষতা ও অবদানের স্বীকৃতি দিতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তাঁদের বিশ্বাস, এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে নেপালের পার্বত্য পর্যটনের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দু ঃসাহসিক অভিযাত্রীদের সম্মানও নতুন মাত্রা পাবে।

চিলিতে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

সান্টিয়াগো, ২৬ মে ঃ চিলির অন্যতম প্রধান খনি অঞ্চল অ্যান্টোফাগাস্তায় সোমবার বিকেলে (স্থানীয় সময়) একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৯। এর জন্য বিশ্বের বৃহত্তম তামা উপাদনকারী এই দেশটির বেশ কযেকুটি খনিতে সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে স্বস্তির বিষয়, এত ব। কম্পনের পরও কারওর হতাহত হওয়ার বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।মঙ্গলবার সেদেশের স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেলে হঠাই কেঁপে ওঠে পুরো অ্যান্টোফাগাস্তা অঞ্চল। আতঙ্কে মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিদ্রোহী ও সম্প্রীতির কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৮ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃকাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহ ও মানবতার এক অপূর্ব মিশেল। হিন্দু-মুসলমানের মিলন মৈত্রীর কবি নজরুল।১৮৯৯ সালের ২৪ শে মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে এক গরিব মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কাজী ফকির আহম্মদ। মা জাহেদা খাতুন। নজরুলের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। অল্প বয়সেই তাঁর বাবা মারা যায়। মাত্র ১০ বছর বয়সে জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে কাজে নামতে হয়। আসানসোলের এক চা- রুটির দোকানে কাজ শুরু করেন।কৈশোরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নজরুল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ৪৯ তম বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হিসাবে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা। সন্ত্রাস, হত্যা, অত্যাচার -অবিচার ,শাসন -শোষণের আঘাতে আঘাতে মানুষকে জর্জরিত হতে দেখে ছিলেন । মায়ের বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নিতে তিনি দেখেছেন। সাম্রাজ্যবাদী লোভ- লালসায় অজস্র প্রাণ বলিদান তাঁর মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল। এই অভিজ্ঞতা তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় প্রতিফলিত হয়। তিনি শুধু রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামী ,জাতিভেদ আর নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন।১৯২০ সালে যুদ্ধ শেষ হলে তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতা এসে নজরুল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন মুজাফফার আহমদ। এখান থেকে তাঁর সাহিত্য জীবনের মূল কাজগুলি শুরু হয়।১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতন গিয়ে তিনি রবীন্দ্রৎনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নজরুল সাম্যবাদের একজন অগ্রদূত ছিলেন। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকারের উপর জোর দিয়েছেন এবং মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ- দু ঃখ, যৌবন -প্রেম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। নজরুল ইসলাম জীবনে জাত বিচার মানেন নি। সাম্যের দিকে তাঁর প্রধান আকর্ষণ।নজরুলের গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হল 'বিদ্রোহী' নামক কবিতাটি। বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ তাঁর অগ্নিবীণা , বিষের বাঁশি - কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মানুষের উপর নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন।নজরুলের কান্ডারী হুশিয়ার কবিতার পঙক্তি- হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? মানবতার শাশ্বত বার্তা বহন করে।নজরুলের দোলনচাঁপা, চক্রবাক, সিন্ধু -হিল্লোল এই তিনটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মূল সুর হলো প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে। নজরুলের প্রেমের কবিতা, যেমন- আবার ভালবাসার সাধ জাগে। তাঁর শিশু সাহিত্য, যেমন-খুকি ও কাঠবিড়ালি বা লিচু চোর। শিশু মনের সঙ্গে আত্মিক সংলাপ সৃষ্টি করে।নজরুল মা কালী কে নিয়ে অনেক শ্যামা সংগীত রচনা করেছেন। যেমন-শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। যা মা কালীর প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশ করে। মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিয়ো ভাই। এই গানে ইসলামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। এই দ্বৈত সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে হিন্দু - ইসলামি সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।জীবনের শেষ পর্বে নজরুলের নীরবতা ছিল মর্মান্তিক। ১৯৪২ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কথা ও লেখার ক্ষমতা হারান। তাঁর স্ত্রী প্রমিলা দেবী তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৭৬ সালের ঢাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। নজরুলের অমর সৃষ্টি আজও আমাদের মানবতা, সাম্যবাদ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির পথ দেখায়। বিদ্রোহী কবি , সম্প্রীতির কবি , হিন্দু - মুসলমানের মিলন মৈত্রীর কবি নজরুলের জন্মবার্ষিকী স্মরণে বাংলার জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে এবং দুরন্ত বার্তা পত্রিকার একজন সাংবাদিক হিসাবে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

চুঁচুড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুবীর নাগকে ডাক কর্মচারী, গ্রামীণ ডাককর্মী ও পেনশনার্স সংঘের সংবর্ধনা

রূপম রায়, চুচুড়া(হুগলি)ঃচুঁচুড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুবীর নাগ-কে সম্বর্ধনা জানাল ভারতীয়.ডাক কর্মচারী সংঘ (উত্তর হুগলি), ভারতীয় গ্রামীণ ডাক কর্মচারী সংঘ এবং ভারতীয় ডাক পেনশনার্স সংঘ (পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল)। গত সোমবার সন্ধ্যায় চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও পেনশনাররা। নবনির্বাচিত বিধায়ককে ফুল, উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার দিনটি একই সাথে বিভিন্ন দিকে ছুটে চলার মতো মনে হবে। কাজের আধিক্য আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু যদি আপনি আপনার সময় সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, তবে সবকিছু মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে।
বৃষঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃ আজ ভাগ্য আপনার জন্য নতুন বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। একটি দীর্ঘদিনের প্রকল্প অবশেষে সমাপ্ত লাভ করবে।
কর্কট রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। শুভদিন হবে।
সিংহঃআজ নিজেকে প্রমাণ করার একটি সুযোগ পাবেন। কোনো সহকর্মীর কথায়.কষ্ট পেলেও, আপনার আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাফল্য বা পদোন্নতি ঘরে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। আর্থিক সমস্যার কারণে আটকে থাকা কাজ আজ এগিয়ে যেতে পারে। প্রেম আসবে।
কন্যাঃএমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে- যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন- বিনোদন এবং আমোদপ্রমোদ আপনাকে আয়েস করতে সাহায্য করবে। আজ, আপনি কোনও সহায়তা বা সহাযতা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন।।
তুলাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ইতিবাচক হতে পারে। আপনি ব্যবসায় আগের চেয়ে ভালো ফল পাবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের যোগ্যতার উপর আস্থা রাখাই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুভদিন হবে।
বৃশ্চিকঃ কাজের চাপ আজ কিছুটা চাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। পরিবারের সদস্যদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া এড়াতে আপনার মেজাজ নিযন্ত্রণ করুন।। শুভদিন
ধনুঃ সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি মিষ্টি চমক আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি ঈশ্বরভক্তিতে মগ্ন থাকবেন এবং ভাগ্য প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার সহায় হবে। ।
কুম্ভঃ আজকের দিনটি হাসি, আনন্দ এবং পুরোনো সম্পর্কের মধুরতায. পূর্ণ থাকবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠা দেখা হলে কিছু সুখস্মৃতি মনে পড়বে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মীনঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। আপনার একগুঁয়ে স্বভাব আপনার পিতামাতার মনের শান্তি নষ্ট করতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

আবহাওয়া

তীব্র গরমের মধ্যে স্বস্তির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়তে পারে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ। ঘর্মাক্ত গরম কমে হ্রাস পেতে পারে তাপমাত্রা। তবে, আগামী ২৪ ঘণ্টাও গরমের দাপট থেকে স্বস্তি মিলবে না।আগামী ২ দিনের মধ্যে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ থাকবে। আর্দ্রতার জন্যই এই অস্বস্তি বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে, বুধবার থেকে বদলাতে পারে আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বুধববারে পর কমবে বৃষ্টি। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৭ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৭মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১ টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১১মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা বিমানবন্দরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ছিঁড়ে পড়ল লিফট, গুরুতর আহত ২ কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাত, ২৬ মে ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে ভয়াবহ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল মঙ্গলবার দুপুরে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন আচমকাই ছিঁড়ে নিচে পড়ে যায় একটি লিফট। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত দুই কর্মী। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে ঘিরে বিমানবন্দর চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের ৩৪ নম্বর লিফটটি বেশ কয়েকদিন ধরেই বিকল অবস্থায় ছিল। সেই কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে সেখানে মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল। বিমানবন্দরের প্রযুক্তিগত কর্মীরা লিফটটির বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশ পরীক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময়েই ঘটে যায় বিপত্তি। দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ আচমকা লিফটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে ভেঙে পড়ে। সেই সময় লিফটের ভিতরে এবং আশপাশে কাজ করছিলেন কয়েকজন কর্মী। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে আশপাশের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে আসেন। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় এবং আহতদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসক সূত্রে খবর, আহতদের শরীরে একাধিক আঘাত রয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনা হয়নি। ঘটনার পরেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং তদন্ত শুরু করে। কী কারণে লিফটটি ছিঁড়ে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি অথবা প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমানবন্দরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং নিরাপত্তা আধিকারিকরা যৌথভাবে তদন্তে নেমেছেন। এই দুর্ঘটনার পর কলকাতা বিমানবন্দরের যাত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী বিমানবন্দরের লিফট ও এসকালেটর ব্যবহার করেন। বিশেষ করে ডোমেস্টিক ডিপার্চার অংশে বিমানে ওঠার জন্য যাত্রীদের দোতলায় যেতে হয়। সেখানে পৌঁছতে লিফট এবং এসকালেটরই প্রধান ভরসা। কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রীদের বিমানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মূলত দুটি ব্যবস্থা রয়েছে-বাস পরিষেবা এবং এয়ারোব্রিজ। যাঁরা এয়ারোব্রিজ ব্যবহার করেন, তাঁদের দোতলায় উঠে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে বিমানে প্রবেশ করতে হয়। ফলে লিফটগুলির উপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট বেশি। এই পরিস্থিতিতে একটি লিফটের এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিকট শব্দ শুনেই অনেকেই প্রথমে ভেবেছিলেন কোনও বিস্ফোরণ হয়েছে। পরে জানা যায়, লিফটটি ছিঁড়ে নিচে পড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে তখন সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার কারণে কিছুক্ষণের জন্য ওই অংশে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর অন্যান্য লিফটগুলিরও জরুরি ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানবন্দরের মতো অত্যন্ত ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে লিফট, এসকালেটর, এয়ারোব্রিজের মতো যন্ত্রাংশে সামান্য ত্রুটিও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই সময়মতো পরিদর্শন এবং নিয়মিত পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই ঘটনায় যাত্রীদের একাংশও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া হওয়া উচিত। নিয়মিত প্রযুক্তিগত নজরদারি না থাকলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে মঙ্গলবারের এই দুর্ঘটনা যে কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল, তা বলাই বাহুল্য।

মিলল না সাহায্য! ১২ দিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের, ক্ষোভে উত্তাল নেতাজিনগর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ মে ঃ নেতাজিনগরে এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরিবারের দাবি, অসুস্থ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুলে ফেলে রাখা হয়েছিল শিশুকে। এমনকি সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ার ঘটনাও গোপন করা হয়। ১২ দিন কোমায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর শেষ পর্যন্ত রবিবার হাসপাতালে মারা যায় ছোট্ট আয়ুষ নাথ। আর এই মৃত্যুর পরেই ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন অভিভাবকরা। স্কুলের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। মৃত আয়ুষ নাথ নেতাজিনগরের মহর্ষি বিদ্যা মন্দির স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবারের দাবি, গত ১৩ মে প্রতিদিনের মতোই স্কুলে গিয়েছিল আয়ুষ। সকালে ছেলেকে সুস্থ অবস্থাতেই স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দুপুরে স্কুল ছুটির সময় ছেলেকে আনতে গিয়ে চরম আতঙ্কের মুখে পড়েন তাঁর বাবা। পরিবারের অভিযোগ, স্কুল থেকে ফোন করে তাঁকে টিচার্স রুমে যেতে বলা হয়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, ছেলে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় প।ে রয়েছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে দ্রুত আয়ুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তখনই তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। পরে সে কোমায় চলে যায়। টানা ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে ল।াই করার পর গত রবিবার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আয়ুষ। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, মাথায় গুরুতর আঘাতের জেরেই রক্তক্ষরণ হয় এবং সেই কারণেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। এই ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন আয়ুষের মা। তাঁর দাবি, স্কুলে পৌঁছেই সে শরীর খারাপের কথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানিয়েছিল আয়ুষ। কিন্তু সেই অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি। উল্টে তাকে জানলার ধারে মাথা নিচু করে বসে থাকতে বলা হয়। দীর্ঘ সময় অসুস্থ অবস্থাতেই তাকে শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, আয়ুষের মায়ের দাবি, পরে বাড়ি ফেরার সময় ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে যায় সে। সেই সময় দেওয়ালে মাথা জোরে আঘাত করে। তাতেই গুরুতর চোট লাগে বলে পরিবারের অভিযোগ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘটনা সম্পর্কে স্কুলের তরফে পরিবারের কাউকেই কিছু জানানো হয়নি। পরিবারের দাবি, পরে আয়ুষের সহপাঠীদের কাছ থেকেই পুরো ঘটনা জানতে পারেন তাঁরা। অর্থা শিশুটি সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পরেই নেতাজিনগর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। গাফিলতি, অবহেলা এবং তথ্য গোপনের অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছেন। এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার মহর্ষি বিদ্যা মন্দির স্কুলের বাইরে জড়ো হন বহু অভিভাবক। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, একটি শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ার পরও যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করে, তাহলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রটোকল আদৌ মানা হয় কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। তাঁদের বক্তব্য, সময়মতো পরিবারকে খবর দেওয়া হলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতো না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে শিশু নিরাপত্তা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও ছাত্র অসুস্থ হলে বা দুর্ঘটনার শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকে জানানো এবং প্রয়োজনীয় চিকিসার ব্যবস্থা করা স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/২৬ তারিখ ঃ ২৫.০৫.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **(ক) ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৬১১১৯,** ট্রান্সফরমার অয়েল কুলিং ব্লোয়ারের জন্য মোটর। ২,২৫,০৭০ টাকা। **(২) ১০২৬১০১৫,** মাইক্রোপ্রোসেসর ভিত্তিক ইলেকট্রনিক স্পিড ইন্ডিকেটর। ৮,৫৮,৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্রম নং ১ ও ২-এর জন্য)। **(৩) ১০২৫১৩৬৩এ,** কন্ট্যাক্টর অক্সিলিয়ারী ১৫০ এএমপিএস ইত্যাদি। ৫,০৭,২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৪) ১৫২৬৫০৬৬,** স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক অটোমেটিক টিকেটিং ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম), থার্মাল প্রিন্টার, ১ কেভিএ ইউপিএস, অপারেটিং সফ্টওয়্যার এবং আরডিবিএমএস লাইসেন্স তিন (৩) বছরের জন্য এবং সব অন্তর্ভুক্ত অন সাইট ওইএম ওয়ারেন্টি এবং দুই (২) বছরের পোস্ট ওয়ারেন্টি ওইএম অনসাইট এবং সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সমেত সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনার কাজ। ৩,১৬,৩১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৫) ১০২৬২৩৫৫,** ট্রেন বিইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (২ জেডবিভি প্রোসেসর) ইত্যাদি। ১,৬৯,৯২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ২২২৬৫৪৪৬,** ৩ টেসলা এমআইআই কমপ্যাটিবল সিঙ্গল চেম্বার (এসএসআইআর) পেসমেকার ইলেকট্রোড (৫৮ সিএমএস), পিএলআই এবং ম্যাগনেট ও ফ্লুরোকভার। ৩ টেসলা এমআরআই ফুল বডি স্ক্যানের শর্তযুক্ত। টাইনড/স্ক্রু-ইন-লিড-এর সঙ্গে কমপ্যাটিবল। পেসিং মোড ঃ ভিভিআই, ভিভিটি, ভিওও, এএআই, এওও, ওওও। পালস অ্যামপ্লিচিউড ন্যূনতম ৭.৫ ভোল্ট পর্যন্ত। অটো ক্যাপচার বা ক্যাপচার ম্যানেজমেন্ট অ্যালগোরিদম। আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য সেন্সিং অ্যাশিওরেন্স। ওজন ২০ gm -এর মতো এবং আয়তন ১০ সিসি। প্রত্যাশিত আয়ু ১২ বছরের কম নয়। যখন ১০০% পেসিং ২.৫ ভোল্ট, ০.৪ এমভি, ইমপেডেন্স ৫০০ এবং ইলেকট্রোড স্টেরয়েড ইলেকট্রোড বা কোটেড ইলেকট্রোড/ইউনি-পোলার বা বাইপোলার, টাইনড অথবা স্ক্রু কমপ্যাটিবল ৭এফ পিএলআই-এর মাধ্যমে ওইএম-এর দিনরাত সুলভ থাকা পরিষেবা প্রদানকারী ব্যক্তি সমেত রেজিস্টার্ড কার্যালয় থাকতে হবে। ওয়ারেন্টি ঃ সব পেসমেকার-এর লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকতে হবে (রোগীর জীবৎকাল ব্যাপী পেসিং থেরাপি প্রদান করতে হবে)। (এইআই (২০২৬-২৭) দফার কোড নং এস-৬২২৩৯, ক্রম নং ২১৪১)। ১,১১,৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ১০২৬১৯২৪,** বুল গিয়ার ১০৭ টিথ। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) ১০২৬২৩৬৩,** পাওয়ার সাপ্লাই কার্ড ইত্যাদি। ৭,২৪,১৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৯) ১০২৬৫০০৪,** ট্রাই প্লেট প্যানেল মাউন্টেড আইআরএবি-৯। ২,৯৬,৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১০) ১১২৫১০৫১,** আরডিএসও-র এসকে-৭৫০৮০, দফা নং ১ থেকে ৪, অল্ট নং ঃ শূন্য অনুসারে ৪ দরজার অ্যাসাইড শেল-এর মিডল ডোর ওয়েস-এর সোল বার-এর পরিবর্তনের কাজের জন্য ৪টি দফার সেট সংগ্রহ। ১,২১,২০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১১) ১১২৬_ডিক্রশিং_ডিএস_৬৪৯৪,** ৮.৫-এ ডায়মন্ড ক্রশিং এবং টি-৬৪৯৪-এর চালু চুক্তি। ২০,০০,০০০ টাকা। **(১২) ১২২৬_ডি-সুইচ_৬০৬৮,** ডিরেলিং সুইচ ৬০ কেজি ৮.৫-এ১ (টি-৬০৬৮) সংগ্রহের চালু চুক্তি। ১৩,২১,১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৫.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র. নং ১১ ও ১২-এর জন্য)। **(১৩) ১২২৬১০৪৯,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৭ অনুসারে, বিস্তৃততর পিএসসি স্লিপারের সঙ্গে, ব্যবহার করার জন্য কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেটসমূহ (সিজিআরএসপি) ১০ মিমি পুরু নির্মাণ ও সরবরাহ। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ১২২৬১০১৫,** আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং নং টি-৬৪৪১, অল্ট.-০৪ অনুসারে পিএসসি স্লিপারে ৮.৫-এ ১ বিজি ৬০ কেজি ওয়েল্ডেবেল সিএমএস ক্রশিং নির্মাণ ও সরবরাহ। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৫) ১২২৬১০৩৪,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৩৭৪০, অল্ট.-৭ অনুসারে ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেল-এর জন্য ইলাস্টিক রেল ক্লিপ ফ্ল্যাট টো অন কংক্রিট স্লিপার্স-এর সঙ্গে ব্যবহারের জন্য ধাতব লাইনার নির্মাণ ও সরবরাহ। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৬) ১২২৬মেটাললাইনার৮৬১৬৮৮৬১৭,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৬১৬ এবং টি-৮৬১৭ (অল্ট. ১) অনুসারে ধাতব লাইনার নির্মাণ ও সরবরাহ। ১,২৮,১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৫.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৭) ১২২৬অবটিউসক্রশিং-৬৪৯৫,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬৪৯৫ অনুসারে ৬০ কেজি রেল-এর জন্য ৮.৫-এ১ সিএমএস অবটিউস অ্যাঙ্গেল ক্রশিং নির্মাণ ও সরবরাহের চালু চুক্তি। ৩,২২,৯২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৮) ১২২৬_এসপিসিএল_স্লিপার,** বিশেষ ধরনের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহের চালু চুক্তি। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০৫.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৯) ১২২৬১০৩৬,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৬ অনুসারে পিএসসি বিস্তৃততর স্লিপারের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৮ (অল্ট ১)-এর ধাতব লাইনার নির্মাণ ও সরবরাহ। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২০) ২২২৬৫৪১৩,** পারটুজুম্যাব ১২০০ মিগ্রা + ট্র্যাস্টুজুমাব ৬০০ মিগ্রা (রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা অনুমোদিত নির্মাতা সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি লভ্য হতে হবে) দফা কোড নং এম২৬১৭০৬, এআই ২৬-২৭, ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২১) ২২২৬৫৩৬৯,** ফেরিসিম্যাব ৬ মিগ্রা/০.০৫ মিলি দ্রবণ ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনের জন্য। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২২) ২২২৬৫৪২৯,** ইঞ্জে. লাসপেটারসেপ্ট-২৫ মিগ্রা (রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা অনুমোদিত নির্মাতা সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি লভ্য হতে হবে) দফা কোড নং এম২৫১০৩৩, এআই ২৬-২৭। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র. নং ১ থেকে ২২)।

(খ) উচ্চ মূল্যের টেন্ডার ঃ ক্র. নং ঃ ১, টেন্ডার নং ঃ ৫২২৬৬৩৯১, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আরসিএফ ড্রয়িং নং ১২৬৭৪৬৩ অল্ট. '০০আর' অনুসারে ব্রেক বিম। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৪২,৫৮,৩৫০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ২, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৩৯২, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আরসিএফ ড্রয়িং নং এলডব্লু ০৩২৪৫ অনুসারে ব্রেক সাপোর্ট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৬,৫৫,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৩, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৩৯৩, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এয়ার স্প্রিং, সাসপেনশন বগি ফ্রেমের জন্য ৪১ দফা সম্পন্ন কিট সামগ্রীর সেট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৪১,০০,৬২০.৫৮ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৪, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৩৯৪, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কয়েল স্প্রিং-এর কিট সামগ্রীর সেট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,২৭,৮২,০৮০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৫, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৩৯৭, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কন্ট্রোল আর্ম সাপোর্ট-এর সেট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১২,৮৩,৭৫০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৬, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৩৯৬, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ১০টি দফাযুক্ত কিট সামগ্রীর সেট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.০৬.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬০,৪৪,৫৫০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৭, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৩৯৫, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** স্প্রিং পট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.০৬.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৪,৭৮,৩০০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৮, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৪০১, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এলএইচবি বগির জন্য টিউব-এর সেট (সম্পূর্ণ)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.০৬.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৬,১৬,১৬৭.৫০ টাকা। **ক্র. নং ঃ ৯, টেন্ডার নং ঃ** ৫২২৬৬৪০২, **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** শিল্ডিং গ্যাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.০৬.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৪,৩৪,৬৫১.৫০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-13/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সাদা পোশাকে অভিযান নয়, উর্দি পরেই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ মে ঃ তল্লাশি অভিযান, গ্রেফতারি কিংবা সরকারি কাজে এবার থেকে আর সাদা পোশাকে যেতে পারবেন না কলকাতা পুলিশের কর্মীরা। উর্দি পরেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সম্প্রতি এমনই ক।া নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দফতর। এই সিদ্ধান্তের ফলে শহরের পুলিশি ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ মে এই নির্দেশিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে গেলে, তল্লাশি অভিযান চালাতে হলে অথবা অন্য কোনও সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের অবশ্যই সরকারি উর্দি পরে যেতে হবে। সাধারণ বা সাদা পোশাকে এই ধরনের কাজ করা যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি সাধারণ পোশাকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সেক্ষেত্রে আগে থেকেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। পাশাপাশি অভিযানের সময় সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের পরিচয় যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে কলকাতা পুলিশের সব বিভাগের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে না। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশের বিশেষ শাখা, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, সাইবার ইউনিট কিংবা বিশেষ তদন্তমূলক কাজে যুক্ত কিছু বিভাগের কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই গোপন তদন্ত বা নজরদারির স্বার্থে তাঁদের সাধারণ পোশাকে কাজ করতে হয়। এই নির্দেশিকায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক ডিকে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ মামলার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ওই মামলার রায়ে শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, গ্রেফতার বা তল্লাশির সময় পুলিশের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং সাধারণ মানুষের অধিকার কীভাবে রক্ষা করতে হবে। সেই নির্দেশিকাকেই সামনে রেখে কলকাতা পুলিশের এই নতুন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের মতে, এর ফলে পুলিশের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি কমবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও আস্থা আরও বাড়বে।

পঞ্চায়েত প্রধানের গেটের সামনে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, কলনা, ২৬ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত় এলাকায় মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েতের গেটের সামনে থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম মৃণাল বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণদেবপুরের রায়পাড়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরে এলাকার বাসিনন্দারা প্রথমে পঞ্চায়েত অফিসের গেটের সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহটি দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় কালনা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।মৃতের পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই মৃণাল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী তথা কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপিকা বিশ্বাসের পারিবারিক অশান্তি চলছিল। পরিবারের দাবি, বনিবনা না হওয়ায় স্ত্রী আলাদা হয়ে যান এবং অন্য একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। মৃতের মা সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, আমার ছেলেকে পরিকল্পনা করে মেরে ফেলা হয়েছে। বৌমা এবং তার প্রেমিক মিলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।তবে সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান লিপিকা বিশ্বাস। তিনি জানান, গত এক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে স্বামীর কোনও সম্পর্ক ছিল না। এমনকি তিনি ডিভোর্সের মামলাও দায়ের করেছিলেন বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। কীভাবে পঞ্চায়েত অফিসের গেটের সামনে এই দেহ এল, সেটারও সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। তদন্তের স্বার্থে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা কৃষ্ণদেবপুর এলাকায় শোকের ছায়ার পাশাপাশি তৈরি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত সত্য সামনে আনা হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ টয়লেটআপ_২৬-২৭ তারিখ ২১.০৫.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ১৮ (আঠারো) মাসের মেয়াদের মধ্যে ক্যারেজ কমপ্লেক্স কাঁচরাপাড়াতে পিবি নং ৩২০/২০২৪-২৫ এবং ৩৩০/২০২৫-২৬-এর একীকৃত আরএসপি কাজের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোট ২৪০টি কোচের জন্য নন-এসি এলএইচবি কোচের শৌচালয় ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। **কাজের আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,৩৫,৬৫,৯৫৬.৮০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য, **দরপ্রস্তাব জামিন জমাঃ** ৪৪,৭১,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদ ঃ** ২১.০৫.২০২৬ থেকে ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের মেয়াদ ঃ** ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোর ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বের থেকে। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে বা তার পরে খোলা হবে। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট ২১.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়েরে ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** যাবে।

MISC-48/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কসবা-তপসিয়ায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিস ঘিরে হাই কোর্টে মামলা, পুরসভার পদক্ষেপে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাত, ২৬ মে ঃ কলকাতার কসবা ও তপসিয়া এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিসকে কেঃদ্র করে নতুন আইনি জটিলতা তৈরি হল। কলকাতা পুরসভার পাঠানো ভাঙার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রায় ১০০ জন বাসিন্দা। চারটি বাড়ির বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। মামলাকারীদের দাবি, যে নির্মাণগুলিকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি বাড়ি ১৯৯২ সাল থেকেই রয়েছে। এত বছরের পুরনো নির্মাণের বিরুদ্ধেও হঠা করে ভাঙার নির্দেশ কেন দেওয়া হল, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তাঁরা। মঙ্গলবার বিচারপতি পার্থসারথি সেন মামলাটি গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আপাতত কসবা ও তপসিয়া এলাকায় পুরসভার ভাঙার পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছিল নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পরই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন যে, বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করা হবে। সেই নির্দেশের পরই কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভা তিলজলা, কসবা ও বেলেঘাটা এলাকায় একাধিক বহুতল ও নির্মাণকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করে নোটিস পাঠায়। এরপরই পুরসভার তরফে ওই নির্মাণগুলির বিরুদ্ধে ভাঙার অভিযান শুরু করা হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, যে সব নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা

হচ্ছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমোদিত নকশা বা প্ল্যান উপেক্ষা করে অতিরিক্ত তলা তৈরি করা হয়েছে। কোথাও পাঁচতলা, কোথাও ছ'তলা পর্যন্ত নির্মাণ হয়েছে বলে অভিযোগ। আবার কোথাও অনুমোদনের বাইরে গিয়ে একাধিক ব্লকে বহুতল তৈরির কাজ চলছিল। এই সব নির্মাণকেই চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে বলে দাবি পুরসভার। তবে এই অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, যেসব বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে, তার সঙ্গে কোনও না কোনও স্থানীয় তৃণমূল নেতার যোগ রয়েছে। বেলেঘাটার একটি নির্মাণের সঙ্গে তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের নাম জড়িয়েছে বলে অভিযোগ। একইভাবে কসবা ও তিলজলার কয়েকটি নির্মাণের সঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলর বা বরো চেয়ারম্যানদের নামও সামনে এসেছে। যদিও অভিযুক্ত নেতারা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই ধরনের অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে, পুরসভার দাবি একেবারেই স্পষ্ট। তাদের বক্তব্য, বৈধ নির্মাণ ভাঙার কোনও প্রশ্নই নেই। শুধুমাত্র যেগুলি আইন বহির্ভূত এবং অনুমোদন ছাড়া তৈরি হয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পুর আইনের ১৯৮০ সালের ৪০০(১) ধারার অধীনে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুরসভা। ওই ধারায় বলা রয়েছে, কোনও নির্মাণ অনুমোদিত প্ল্যানের বাইরে গেলে পুর কমিশনার তা ভাঙার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে তার আগে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিককে নোটিস পাঠানো বাধ্যতামূলক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালিক কোনও পদক্ষেপ না করলে পুরসভা নিজেই সেই বেআইনি অংশ ভেঙে দিতে পারে। গত রবিবার থেকেই কলকাতার তিনটি এলাকায় ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনী ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে দাবি প্রশাসনের। তবে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হওয়ার পর বিষয়টি নতুন মোড় নিয়েছে। মামলাকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা পুরনো বাড়িগুলিকেও একসঙ্গে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অন্যায্য। এখন আদালতের পর্যবেক্ষণের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। আগামী শুক্রবারের শুনানিতে এই বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার।

জয়নগর সাব টাফিকের উদ্যোগে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৬ মে ঃ বিজেপির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার গঠনের পরে অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচল,হেলমেট বিহীন চালকদের সচেতনে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে পুলিশ।আর মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানা ও জয়নগর সাব ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে জয়নগর থানার মো।,স্টেশন মোড় সহ একাধিক জায়গায় সচেতনতা মূলক প্রচারের পাশাপাশি মোটরবাইক চালকদের হেলমেট প।ার পরামর্শের পাশাপাশি, ফাইন করা ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল আরোহীর মাথায় হেলমেট প।িয়ে সচেতনতার বার্তা দিলেন ট্রাফিক পুলিশ।এদিন এর পাশাপাশি জয়নগর জামতলা ট্রেকার,জয়নগর জামতলা ও ঢাকি রুটের ম্যাজিক গা।ি ও জয়নগর মৈপীঠ রুটের বাসের মাথা থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি যাতে আগামী দিনে আর গা।রি ছাদে না ওঠে সে দিকে নজর দিতে বলা হয়।এছাড়া জয়নগর, জামতলা, ঢাকি, দবুরাশত, দঃ বিষ্ণুপুর রুটের অটো ও টোটোর ডানদিকে যাত্রী বসানো যাবে না বলেও তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়।এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন জয়নগর সাব টাফিক ওসি এস আই এরাদুল সেখ,এ এস আই সুভাষ পাল, এ এস আই রমজান পুরকাইত সহ ট্রাফিক কনস্টেবল ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা।এদিন জয়নগর উত্তর পাড়া দূর্গাপুর রোডে বেআইনি ভাবে গাড়ি পার্কিং এর জন্য কেস দেওয়ার পাশাপাশি জয়নগর উত্তর দূর্গাপুর পেট্রোল পাম্পে গিয়ে পাম্প মালিককে জানানো হয় সিট বেল্ড ও মাথায় হেলমেট ছাড়া যেন তেল বিক্রয় না করা হয়। এদিন এ ব্যাপারে জয়নগর সাব টাফিক ওসি এরাদুল সেখ বলেন,ট্রাফিক নিয়ম মেনে এই কাজ গুলো চলবে। সরকারি নিয়ম মেনে গাড়ি চালাতে হবে। নাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

CIN: L17114WB1999PLC089148

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা - ৭০০২২৪

সিটি অফিসঃ ৯১ আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫৬৭৮৮২৪৮৯ ৩৪৭২

ইমেইলঃ officekesoramtextiles.in / ktmltextgmail.com ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ (লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	বর্তমান তিন মাস, শেষ হয়েছে ৩১-০৩-২০২৬ (নিরীক্ষিত নয়)	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ হয়েছে ৩১-১২-২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট তিন মাস, ৩১.০৩.২০২৫ সমাপ্ত হয়েছে (নিরীক্ষিত নয়)	চলতি বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-
২.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (কর ও অসাধারণ আইটেম সমূহ পূর্ববর্তী)	(৮৪.২৬)	(৩৬৬.১৪)	(১৭২.৯৪)	(১,০৬৯.৫৩)	(৪৭.৩৯)
৩.	কর-পূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	(৮৪.২৬)	(৩৬৬.১৪)	(১৭২.৯৪)	(১,০৬৯.৫৩)	(৪৭.৩৯)
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	১০৩.১০	(৩৬৬.১৪)	(১৭৪.২৩)	(৮৮২.১৭)	(৪৮.৬৮)
৫.	মোট সামগ্রিক আয়এ সময়ের জন্য যা গঠিত এ সময়ের মুনাফা (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) দ্বারা	২৩৫.৩৯	(৩৬৩.৫৫)	২,৪২৫.৭৫	(১৩,৩৭৮.৬৫)	২,৫৫৯.৯২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭.	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত অন্যান্য সঞ্চিতি			-	(৯৯২.৩৩)	(১১৩.৭১)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (EPS)(ত্রৈমাসিক ফলাফলের ক্ষেত্রে বার্ষিকীকৃত নয়) শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য২ /- মৌলিক এবং লঘুকৃতঃ (জেড)	০.২০	(০.৭০)	(০.৩৩)	(১.৬৯)	(০.০৯)

নোটঃ

ক) উপরে যা দেওয়া হচ্ছে, তা হলো সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি উদ্ধৃতাংশ। ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওবেসাইটে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in পাওয়া যাবে।

খ) উপরোক্ত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২৬শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত-উমা শঙ্কর আসোপা
পরিচালক
DIN: 00305010

স্থানঃ কলকাতা,
তারিখঃ ২৬ মে, ২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৫ সংখ্যা, বুধবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

ক্রিকেটার সারদা রঞ্জন

সারদারঞ্জন রায়চৌধুরী (জন্ম ২৪ মে,১৮৫৮) শীতের এমনই একদিনে জন্মেছিলেন কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামের বিখ্যাত রায় পরিবারে। কালীনাথ রায় ছিলেন তাঁর বাবা,তাঁরা পাঁচ ভাই তিন বোন সারদারঞ্জন, কামদারঞ্জন,মুক্তিদারঞ্জন,কুলদারঞ্জন,প্রমোদারঞ্জন,গিরিবালা, ষোড়শীবালা ও মৃণালিনী। জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সম্পর্কে তাঁদের কাকা। জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর কোনো সন্তান না থাকায় তাঁরা কামদারঞ্জনকে পাঁচ বছর বয়সে দত্তক নিয়েছিলেন,নাম বদলিয়ে রেখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বঙ্গ ক্রিকেটের পুরোধা সারদারঞ্জন রায়ের এই ছোট ভাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও ছিলেন বাংলা সাহিত্যের আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর ছেলে সুকুমার রায় ছিলেন বিখ্যাত ছড়াকার আর সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায় ছিলেন আরও বিখ্যাত, চলচ্চিত্র নির্মাতা পরে তিনি পথের পাঁচালী ছবি বানিয়ে অস্কার জিতেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের দত্তক বাবার 'রায়চৌধুরী' উপাধি ব্যবহার করলেও অন্যরা মূল পারিবারিক বংশগত নাম 'রায়'ই ব্যবহার করে গেছেন এবং করছেন এখনো। এ পরিবারের আবহে গণ্ডিবাঁধা কিছু ছিল না। যাঁর যাতে আগ্রহ, তিনি সেটা নিয়েই মেতেছেন অনেক দূর পর্যন্ত। অনেক বা লেখক কেউ বা কবি,কেউ বা আবার চিত্রকলা কেউ বা আবার ছবি নিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। সারদারঞ্জন বিখ্যাত হয়েছেন ক্রিকেট নিয়ে। কিন্তু তিনি কোত্থেকে,কীভাবে ক্রিকেট শিখেছেন,সে ইতিহাস স্পষ্ট নয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের মাইনর তারপর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল;সব জায়গায় ক্রিকেটের সাক্ষী রেখে গেছেন তিনি। তারপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে,এখানে এসে ক্রিকেটের পরিপূর্ণ চর্চা শুরু করেন তিনি। সেই সঙ্গে শারীরিকভাবে শক্তিশালী থাকতে তাঁরা চার ভাই ঢাকা কলেজে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চাও শুরু করেন। ষোড়শ শতকে ক্রিকেট খেলার প্রচলন শুরু হলেও যখন আন্তর্জাতিকভাবে ১৮৭৭ সালে টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়,তারও আগ থেকে এ বাংলায় সারদারঞ্জন রায় ক্রিকেট খেলা শুরু করেন। সারদারঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে ১৮৮০ সালের দিকে ঢাকা কলেজ ক্লাব গড়ে ওঠার পর ঢাকায় আস্তে আস্তে ক্রিকেটের প্রচলন প্রসারিত হতে থাকে। অখণ্ড বাংলার প্রথম ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে সেটি খ্যাতি অর্জন করে। ১৮৮৪ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি ক্লাবের সঙ্গে এক খেলায় ঢাকা কলেজ জয়লাভ করে। তারপর একের পর এক দল জয়লাভ করে অনেকবার। অন্যদিকে তখন ব্রিটিশ উপনিবেশীদের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলন চলছে তীব্রভাবে। সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের অত্যাচারে পুরো উপমহাদেশে একটা হতাশা নেমে এসেছিল। তখন তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবিত করতে আরও শক্তিশালী ক্রিকেট দল তৈরি করেন। তাঁর এ স্বদেশি দল ব্রিটিশদের কয়েকবার পরাজিত করে মেহনতি নির্যাতিত মানুষদের সংগ্রামী করে তুলতে সাহায্য করে। শুধু যে বিদেশি দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়েছেন তিনি এমন নয়, যেখানে অন্যায় দেখেছেন,সেখানেই সোচ্চার হয়েছেন। কলকাতায় যখন পূর্ব বাংলার খেলোয়াড়দের প্রতি অবহেলা বেড়ে যায়,তখন ওখানে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলার মানুষজন মিলে তাদের প্রতি অবহেলার প্রতিবাদে ১৯২০ সালে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ওই ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্টও ছিলেন তিনি।

স্যার আশুতোষ মুখার্জি

শিক্ষাবিদ, লেখক, বিচারপতি এবং উপাচার্য আচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মঃ- ২৯ জুন, ১৮৬৪। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। আইন পেশার পাশাপাশি তিনি তাঁর অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বিভিন্ন জার্নালে তিনি উচ্চতর গণিতের ওপর প্রায় কুড়িটির মতো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে তিনি গণিতের ওপর একাধিক লেকচার প্রদান করেন। তাঁর দুটি অসাধারণ অ্যাকাডেমিক অবদান হলো ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত জিওমেট্রি অব কোণিক্স এবং ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত ল অব পারপিচুইটিস। ১৯০৮ সালে তিনি ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ল' এর ওপর ডক্টরেট লাভ করেন এবং ১৮৯৮ সালে ট্যাগোর ল প্রফেসর হন। ১৯০৪ সালে তিনি তাঁর কাঙক্ষত কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। এর আগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ১৮৮৯ সালে এর সিন্ডিকেটের সদস্যের পদ অলংকৃত করেন। তিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে থাকাকালীন সমগ্র সময়টি বাংলায় স্বদেশীদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। জাতীয়বাদীরা সমালোচনা করে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসম্পদের উন্নয়ন ও জাতি গঠনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল না। শতীশচন্দ্র মুখার্জীর মতে এ পুঁথিগত, কেতাবি ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ রাজের জন্য কেবল কারণিক তৈরি করছিল। ফলে ১৮৯৫ সালে শতীশচন্দ্র মুখার্জীর প্রতিষ্ঠিত ভগবত চতুস্পতি-এর মাধ্যমে শুরু হয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। এটি মূলত ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে অগ্রসর হয়। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠানটি ডন সোসাইটিতে রূপান্তরিত হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

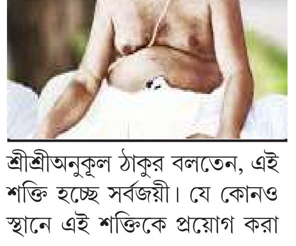

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরে ছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। আর সেটাই হয় অপারাজেয় শক্তি।

শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলা মাতালেন নজরুল

রবীন্দ্রকুমার শীল

শ্যামা সঙ্গীত সাধনায় কবি নজরুল ইসলাম। বাংলায় শ্যামা সঙ্গীত রচনাকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি হালি শহরে বসে যেভাবে একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গিয়ে ছিলেন তা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কৃষ্ণনগরের রাজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জমি জায়গা দিয়েছিলেন। তিনি সংসারী থাকলেও তাঁর একটি মাত্র কাজ ছিল তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা

করা। তাঁর সঙ্গীত এবং সুরে মুগ্ধ হয়ে যেত সবাই। তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীত রামপ্রসাদী সঙ্গীত হিসাবে বাংলায় খ্যাতি লাভ করে। বাংলার কালী সাধকেরা তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীত গায়ক পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বিখ্যাত শ্যামা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। যদিও সেই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল সকলেই কম বেশি শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। কিন্তু তখন কলকাতায় শ্যামা সঙ্গীতের একটি রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত একটি সময়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিল। কবি নজরুল খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলে লোটো দলের নাম লিখিয়েছিলেন। এই দলের কাজ ছিল লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা। নজরুল সেই সময় থেকেই সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। লোটো গান থেকে শুরু করে সেই সময়ে বহু পৌরানিক কাহিনী অবলম্বিত গান গাইতে হতো নজরুলকে। এটাই ছিল তখন তাঁর একমাত্র পয়সা রোজগার করার উপায়। খুব ছোটবেলা থেকে তিনি অর্থ রোজগার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। তাঁর পিতার আর্থিক সঙ্গতি খুব ভালো ছিল না। পিতা নিজেই খেতে পারতেন না। তিনি আবার তাঁর সন্তানদের কী করে খাওয়াবেন। সেই কারণে বাধ্য হয়ে জীবিকা অর্জন করতে লোটো দলে নাম লেখান কবি নজরুল। সেইখান থেকেই তিনি সঙ্গীত চর্চা করতে শুরু করলেন। তার ফলে বহু স্থানে তাঁকে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে হয়েছে। তিনি সব সঙ্গীত খুব মনোযোগ দিয়ে শিখেছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত একটি সময়ে বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। পয়সা রোজগার করতে গেলে তাঁকে শ্যামা সঙ্গীত শিখতে হবে সেটা অনুভব করেছিলেন। নাহলে কিন্তু অনুষ্ঠানের শ্রোতারা অনুষ্ঠান না শুনে স্থান ত্যাগ করতো। তখন গ্রামাঞ্চলে লোটোর দল সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিবেশন কালে একটি বড় থালা সকলের সামনে রেখে দিত। যারা গান মুগ্ধ হতো তারা সেই বড় থালাতে টাকা পয়সা দিত নিজেদের সাধ্যমতো। সেই অর্থ জড়ো করে সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হতো। নজরুল দেখতে পেলেন যে তাঁর শ্যামা সঙ্গীত এবং লোকগীতিকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে গ্রাম বাংলার লোকেরা। তিনি বিভিন্ন স্বাদের লোক সঙ্গীত লোটো গান এবং শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। আবার কখনও কখনও তিনি রামায়ণ বা মহা ভারতের কোনও একটি অখ্যান নিয়ে সঙ্গীত রচনা করে তা পরিবেশন করতেন। তার ফলে তাঁর সঙ্গীতে নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সর্বত্র। তিনি আবার ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারতেন। এই সব গান তিনি শিখেছিলেন নিজের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন ওস্তাদ গায়কের পরিণত হয়েছেন। তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের হাফিজ বলা হতো। কবি নজরুল বাংলার সমস্ত স্তরের গানকে করায়াত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে বাংলার রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, ময়মনসিংহ গীতিকা, লোকসঙ্গীত, বাউল, ভটিয়ালি গান পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। খুবই অল্প বয়সে এই গানগুলিকে তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি সঙ্গীত জগত ত্যাগ করে সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করলেন ১৯১৭ সালে। তবে সেই সময়েও তিনি সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। কবিতা রচনা করতে শুরু করে ছিলেন। সাহিত্য চর্চা এবং সঙ্গীত চর্চা ছিল তাঁর একটি প্রিয়তম নেশা। এই নেশাকে তিনি কোনও কালেও পরিত্যাগ করতে পারেননি। সেনা বাহিনীর চাকরি যখন তাঁর চলে গিয়েছিল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সাহিত্য চর্চা করেই দিন যাপন করবেন। প্রকাশ করলেন পত্রিকা 'ধূমকেতু' (১৯২২)। তবে তাঁর আগেই তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন।

বাংলার কবি মহলে তিনি স্থান গ্রহণ করে নিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী (১৯২১) কবিতা রচনার জন্য। তিনি জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির জন্য রচনা করতে থাকলেন একের পর এক স্বদেশি গান। স্বদেশি আন্দোলন যুগে বাংলার বিপ্লবীরা সরকার বিরোধী অভিযান কালে মুক্ত কণ্ঠে নজরুল গীতি গেয়ে নিজেদের উদ্দিপ্ত করতো। সেই নজরুল এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করবেন। বহু বার তিনি শ্যামা সঙ্গীত চর্চা করেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের সুর এবং ছন্দ তাঁর কাছে অজানা ছিল না। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতেই বাংলার ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করলো। তবুও তিনি থামলেন না। তিনি শ্যামা সঙ্গীত লিখেই চললেন। কোনও শক্তি তাঁকে শাম্যা সঙ্গীত রচনা করতে বাধা দিতে পারেনি। বাংলার কালী সাধনা এটা নিজস্ব বিষয় ছিল। বাংলার কালী সাধনার মধ্যে একটি মাহাত্ম্য বিরাজ করতো। বাংলায় তন্ত্র সাধনায় কালী সাধনাকে দেখতে পাওয়া যায়। তন্ত্র সাধকেরা মা কালীকে প্রধান দেবী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বাংলার গুপ্ত, সেন এবং পাল রাজত্ব কালে কালী সাধনা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে কালীকে বাদ দিয়ে বাংলার পুজা সংস্কৃতি কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বাংলায় দেবী দুর্গা পুজোর প্রচলন পড়ে আসে। তার আগে থেকেই বাংলায় কালী সাধনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রচিত হয়েছে কালিকা পুরান। তখন কালী দেবীকে কেন্দ্র করে কোনও মন্ত্র না থাকলে কালী পাঁচালি পাঠ করার প্রচলন ছিল। যেমন লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করা হয়ে থাকে ঠিক সেই রকম আগে কালী পাঁচালি পাঠ করা হতো। তারপরে কালী মন্ত্র সৃষ্টি করা হল। বড় আকারে কালী পুজোর আয়োজন সৃষ্টি হল। এই সব কিন্তু বাংলায় তৈরি হয়েছিল। বাংলার কবি হয়ে তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করবেন না তা কেমন করে হয়। তিনি তো সঙ্গীত রচনাকার। তিনি সবার জন্য উপযুক্ত শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে যেতে চান। তিনি হালিশহরের রামপ্রসাদের মতো শ্যামা সঙ্গীত রচনা করার হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হোক না তিনি ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্বাসী। কোরানের কোথাও তো লেখা নেই যে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করা যাবে না। নজরুল নিজে একদিকে ইসলাম এবং অন্যদিকে তিনি নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতেন। কবির কোনও জাত নেই। কবি সব জাতেই অবস্থান করতে পারেন। 'হিন্দু না কাফের জিজ্ঞেসে কোনও জন?' রামপ্রসাদ সেনে পথকে অনুসরণ করে কবি নজরুল যিনি ২৪৭টি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' এই গানটি কার শ্যামা সঙ্গীত। তবে যদি বলে না দেওয়া যায় তাহলে সবাই ভাবতে থাকবে এটা নিশ্চয় রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীত। কিন্তু এই সঙ্গীত রচনা করেছেন কবি নজরুল। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। যেখানেই তিনি হাত দিচ্ছেন তাই সোনাতে পরিণত হচ্ছে। কবি নিজেই বলতেন তাঁর কোনও জাত নেই। তাঁর একটি মাত্র জাত তিনি মানুষ। তিনি পরাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীন দেশের নাগরিক হতেই তিনি কলম হাতে ধরেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে তিনি জাতীয় জাগরণ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্ত্রী প্রমিলা ছিলেন একজন হিন্দু রমনী। তিনিও কালী সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। নজরুল বেশির ভাগ সময়ে তাঁর স্ত্রী দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর স্ত্রীই ছিলেন তাঁর চালিকা শক্তি। মুর্শিদাবাদের থাকার সময়ে লালগোলার বিদ্যালয়ের শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের কাছ থেকে কালী মাহাত্ম্য শুনতেন। কথা সহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বহু কালী কথা শুনেছেন। শোনা যায় তিনি একটি একবার তারাপীঠে গিয়ে উপস্থিত হন সাধক বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে দেখা করতে। কালী সাধনায় তিনি এত বেশি মগ্ন সেই সময়ে ছিলেন যে একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে শুরু করে দিলেন। শুধু শ্যামা সঙ্গীত রচনা করলেন তা নয়, তিনি সেই সব সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুর দিতে শুরু করলেন। 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা' গান রচনা করে সেখানে মালকোষ রাগাশ্রীত সুর দিলেন। তিনি রামপ্রসাদ সেনের মতো মা কালীকে দেখেছেন কন্যা রূপে, মাতৃরূপে এবং অশুভ শক্তি নাশিনীরূপে। বিদ্রোহী কবি কখন যে সবার অন্তরালে কালী সাধকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন তার খবর কেউ পায় নি। "কতকাল আর থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী চাঁড়াল।" কালী মায়ের কাছে তিনি অভিযোগ করতে শুরু করলেন। তাঁর মাতৃভূমি অত্যাচারী শাসক দ্বারা লঙ্ঘিত।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সম্বর্ধিত ভারত চেম্বার্সে

বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারত চেম্বার্স অব কমার্সের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টির সবাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে এদিন সম্বর্ধনা দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার বণিক সভাগুলি এখন আশা প্রকাশ করথে যে বাংলায় আবার শিল্পান্নয়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। বাংলায় গত সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সিঙ্গুরের টাটা শিল্পকে সমাধিস্থ করে। টাটারা বাংলা ত্যাগ করার পর আর কোন বড় শিল্প গড়ে তোলা যায়নি। ফলে শিল্পে বাংলায় মন্নন্তর গেলে গিয়েছিল। বিজেপি সরকার বাংলা. সরকার গড়ায় শিল্পপতিরা আশা প্রকাশ করতে শুরু করেছে বাংলা শিল্পের মনন্তর কাটিয়ে উঠবে। ব্রিটিশ যুগে বাংলা যেমন শিল্পে ব্যবসায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল আবার বাংলায় শিল্পের জোয়ার এসে উলস্থিত হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত চেম্বার্স অব কমার্স পক্ষ থেকে রাজ্য

বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানায়। ভারত চেম্বার্স অব কমার্সের পক্ষ থেকে সংস্থার সভাপতি নরেশ পাচিশিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি আপনাদের সকলকে এই অধিবেশনে স্বাগত জানাই শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজ্যসভার সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি, তাঁর বিশেষ ভাষণ অনুসরণ করার জন্য। আমাদের চেম্বারের সদস্যদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের, শমীকবাবু, আপনাকে আমাদের মাঝে আন্তরিক এবং আন্তরিক স্বাগত জানাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বন্ধুরা, ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে, শ্রী শমীক ভট্টাচার্য নম্রতার সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্বাভাবিক মনের প্রকাশকে জনজীবনে আনার জন্য সুপরিচিত হয়েছেন। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ভারতের রাজনীতিতে একটি পরিষ্কার মন নিয়ে উপস্থিত এবং দক্ষতার সঙ্গে রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং জনসাধারণের সমস্যাগুলিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা সহ তার সমাধান করার পথুকে খুঁজে বের করেছেন। একজন দলীয় কর্মী থেকে তাঁর রাজনৈতিক চর্চা শুরু। আজকে শমীকবাবু রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য এবং তার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ সংসদীয় দায়িত্বও পালন করেছেন।

বহু বছর আগে আমাদের প্রাঙ্গণ, 'ভারত চেম্বার্স' উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব মুখ্যমন্ত্রীরা যার মধ্যে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী পি. সি. সেন, শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, শ্রী জ্যোতি বসু এবং শ্রী অজয় মুখার্জি সহ আরও অনেকে। সকলেই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চেম্বারের বিভিন্ন স্মরণীয় কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রাজ্যের মহামারী এবং ঘূর্ণিঝড় দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয় সময়ে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মসূচীতে সর্বদা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি তেমনি একই সাথে শিল্প উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করেছি। আমাদের রাজ্যে বাণিজ্য ও শিল্পের বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে নির্দেশিকা চেয়েছি।' রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের আকর্ষণ বাড়াতে এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সুবিধায় বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিচালিত রাজ্য সরকার। গত সোমবার যার ইঙ্গিত দিলেন সাংসদ ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

বিশ্বভারতী কলাভবনের রবীন্দ্র ভক্ত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

চিত্তজিৎ দত্ত

চিরভাস্বর ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ (জন্মঃ- ২৫ মে, ১৯০৬ সালে। রামকিঙ্করের একটি ভাস্কর্য নিয়ে শান্তিনিকেতনে তুলকালাম। তাঁকে ডেকে পাঠান রবীন্দ্রনাথ। শেষ বিকেলের নরম আলোয় কোণার্ক বাড়ির বারান্দায় একলা বসে লিখছিলেন কবি। ঠিক তখনই কিঙ্কর এলেন। 'কার মূর্তি গড়েছ কিঙ্কর?' 'আমি ওটাকে জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি নে। স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ওই মূর্তি আমার কাছে এসেছিল।' 'সেই মূর্তির মধ্যে কি কোনও প্রাণী আছে?' 'আছে। অথচ যেন নেই!' গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল শান্তিনিকেতনে, কিন্তু বাড়ি যাননি রামকিঙ্কর। তাঁর দিনমান কাটছিল নিভৃত শালবন, রোদ রাঙা শুনশান গোয়ালপাড়ার মেঠো আলপথ, মেথরপল্লির কল-কল্লোলে রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে।

মহার্ঘ্য সব রাত পেরিয়ে যায় অন্ধকারে, স্পর্শের নির্মাণে। আশ্রমে খোলা আকাশের নীচে, কংক্রিটের ঢালাইয়ে তেমন নির্মাণ দেখেই কিঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গুজবে মুখর শান্তিনিকেতন। এক ভোরে নিজে সেই ভাস্কর্য দেখে এলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির ডাক পেয়েই কিঙ্করের মনে হয়েছিল, এই বুঝি তাঁকে শান্তিনিকেতনের ছেড়ে যেতে হবে। কানে বাজছে মাস্টারমশাই নন্দলালের কথা।; 'রাতের স্বপ্নগুলোকে মনে রেখো কিঙ্কর। ভুলে যেও না। তেমন হলে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে, উঠে স্বপ্নের কথা লিখে রাখবে। কোনও স্বপ্নই ভুলে যেও না। স্বপ্নে ছবি আসে কিঙ্কর, প্রতিমা আসে। স্বপ্ন আঁকবে!' রবীন্দ্রনাথ এবার ফিরে তাকালেন অন্যমনস্ক কিঙ্করের দিকে। বললেন, 'একটি পাখি কি উড়ে যেতে চায় আকাশে? পাখা তার যেন সেইরকম তুলে দিয়েছে।' কিঙ্করের চোখের পাতা ভিজে এল। তিনি মুখ তুললেন না। খুব আস্তে কেবল বললেন, 'একটি মেয়ে পাখি হয়তো তার বুকের নীচেই আছে!...' কবি আর কিঙ্করের কথায় কথায় একসময় বিকেল

ফুরিয়ে সন্ধে নামল। আকাশে সন্ধাতারা। দূরের হাওয়ায় ভেসে আসছে এস্রাজি পকড়। ছড় টেনে কেউ একমনে বাজিয়ে চলেছে কবির বাহারে গাঁথা ধামার, 'এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়'। এর পরও কথা এগিয়েছিল দু'জনের। দুই শিল্পীর। কী কথা?

বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী সাগরময় ঘোষ লিখেছেন সেই কথালাপ, 'রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করকে ডেকে বললেন, শোন, কাছে আয়। তুই তোর মূর্তি আর ভাস্কর্য দিয়ে আমাদের সবখানে ভরে দে। একটা শেষ করবি আর সামনে এগিয়ে যাবি; সামনে।' এর পর আর কখনও ফিরে দেখেননি কিঙ্কর। হাওয়ার উজানে এগিয়েছেন তিনি। আর এগোতে গিয়েই নিয়ত তাঁকে দুঃখ-দহনে পুড়তে হয়েছে!

'মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। তিনি ছিলেন জ্যান্ত মডেল ব্যবহারের ঘোর বিরোধী। বলতেন ও-সব পশ্চিমে চলে। কিন্তু আমি তার উপদেশ মেনে চলিনি। মডেল ব্যবহার করেছি।' নিজের মাস্টারমশাই সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়েও এ কথা কিঙ্করই বলতে পারেন।

খুব অল্প বয়সেই রামকিঙ্কর মূর্তি গড়া শিখেছিলেন কুমোরপাড়ার অনন্তজ্যাঠাকে দেখে দেখে। দু'চার আনার বিনিময়ে নিষিদ্ধ পল্লির রমণীদের মূর্তি গড়তে গড়তেই তাঁর ভাস্কর্যের সহজপাঠ।

এই সময়ই স্বদেশি মেলায় তেল রঙে জাতীয় কংগ্রেসের পোস্টার এঁকেও হাত পাকিয়েছেন তিনি। শিল্পের প্রতি অপার নিষ্ঠার মনটি সেই তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৫-এ বাঁকুড়ার যোগীপাড়া থেকে ম্যাট্রিক না দিয়েই 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে শান্তি নিকেতন চলে এলেন কিঙ্কর। পিছনে পড়ে রইল বাঁকুড়ায় তাঁর বাল্যস্মৃতির গাঁ-ঘর, দারিদ্রে দীর্ণগ্ধ পরিবার-পরিজন আর কাদামাটির কুমোরপাড়া।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তাঁর কাজের নমুনা দেখে নন্দলাল প্রথম দিনই বললেন, 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' একটু ভেবে তারপর বলেন, 'আচ্ছা, দু-তিন বছর থাকো তো।' থেকে গেলেন কিঙ্কর। নাগাড়ে সাড়ে পাঁচ দশক শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে মৃত্যুর কিছু দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলে ছিলেন, 'সেই দু-তিন বছর আমার এখনও শেষ হল না!'

কলাভবনে কিঙ্করই প্রথম অয়েলে কাজ করেছেন। সে নিয়েও বিতর্কের শেষ ছিল না। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে নন্দলাল মেনে নেন ছাত্রের যুক্তি। রামকিঙ্কর রঁদা, সেজান ও পরবর্তী কিউবিস্ট ছবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাজে কিউবিস্ট প্রভাব নিয়েও নন্দলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল। সে বিরোধ মিটেও যায়।

রং-তুলি-কাঁকড়ে কাজ শিখতে শিখতে একদিন কলাভবনের পাঠ শেষ হল। শুরু করলেন স্বাধীনভাবে শিল্পের সাধনা। স্বপ্ন থেকে আসা সে সব সৃষ্টির উল্লাসে, মিশিয়ে দিলেন নিজের গোপন-গহন উল্লাস! নিত্য ভাঙা-গড়ার খেলায় তাঁর সহজিয়া জীবন নিয়ে ক্রমশই জলঘোলা হল শান্তিনিকেতনে। তাঁর দরাজ গলার রবীন্দ্রনাথের গান শুনল না কেউ! বরং শান্তিনিকেতনী তর্ক তুলল তাঁর জীবনচর্যা নিয়ে। কিঙ্করের তখন ঘরে-বাইরে 'জীবন্ত মানুষের নেশা'।

একবার, দিল্লি যাওয়ার পথে এক আদিবাসী রমণীর যৌবনের দুর্মর আহ্বানের কাছে নতজানু হয়ে তাঁর সঙ্গে নেমে গেলেন অজানা স্টেশনে। হারিয়ে গেলেন যেন। খবর নেই বহুকাল! হঠাৎ করে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল ঠিকানাবিহীন এক টেলিগ্রাম। তাতে কিঙ্কর জানালেন, 'I lost my-self– search myself.'

'জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, এটা সত্যি। কেউ এসেছে দেহ নিয়ে, কেউ এসেছে মানসিক তীব্র আকর্ষণ নিয়ে। কিন্তু ছাড়িনি কাউকে। ধরেছি, আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছি। হজম করে ছিবড়ে করে ছেড়েছি। হজম করার মানে জানো? ও মন্ত্রটা আমার গুরুদেবের কাছে শেখা। তাঁর থেকে জন্ম নিয়েছে আমার অনেক ছবি, মূর্তি, অনেক কল্পনা, আর অনুভব।...আমার মডেলরা আমার বহু স্কেচে, ছবিতে, মূর্তিতে, বেঁচে আছে। মডেলরা তো এভাবেই বেঁচে থাকে।'

নিজের সম্পর্কে নির্দ্বিধায়ায় এমন করে আর কবে, কোন ভাস্করই বা অকপট হতে পেরেছেন! মডেলদের সঙ্গে রামকিঙ্করের সম্পর্ক নিয়ে নিত্য হাওয়ায় ছড়িয়েছে গসিপ। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'সব কিছুর মধ্যে যৌনতা আছে, যৌনতা ছাড়া সব কিছুই প্রাণহীন, ঊষর!'

সে সবের প্রসঙ্গ তুললে কখনও এড়িয়ে যাননি কিঙ্কর। কাল্পনিক নয়, মডেলদের সম্পর্কে তাঁর সে-সব সত্য-স্বীকার আর উক্তি সাত সেলাইয়ে জোড়া-তালি দিয়ে দেখে নেব এই পর্বে।

এক বার তাঁকে প্রশ্ন করা হল তাঁর মডেল বিনোদকে নিয়ে। তিনি উত্তর দেন, 'বিনোদ, মানে বিনোদিনী? সে আমার ছাত্রী, মণিপুরী মেয়ে। একটু একটু করে শরীরের বাঁক, উপবাঁকের ভুবন চিনিয়েছিল ও-ই। আলো-অন্ধকারে ওকে ঘুরিয়েফিরিয়ে এঁকেছিলাম অনেক। এক দিন চলে গেল, মণিপুরি ভাষায় একটি নাটকও লিখেছে আমাকে নিয়ে।' অসমের মেয়ে নীলিমা? নীলিমা বড়ুয়া। নষ্ট হয়ে গেল ওর পোর্ট্রেট। আঁকতে আঁকতে কত বার যে রঙ লেগেছে শরীর থেকে শরীরে... সে সব কোথায় গেল! ভুল করেছি, তখন টাকার অভাবে ভাল রঙ কাজে লাগাতে পারিনি।'

মনে আছে এসথার জয়ন্তী জয়াপ্পাআস্বামীর কথা? 'মনে থাকবে না কেন? সে তো দক্ষিণী ছাত্রী জয়া। খুব ছিপছিপে ছিল। জয়া নামটা আমারই দেওয়া। সুজাতা করেছিলাম ওকে মডেল করে।' ভুবনডাঙার খাঁদু? 'দীর্ঘাঙ্গী খাঁদু ফিরে ফিরে এসেছে আমার ভাঙা ঘরে। সুন্দর ছিল ওর ফিগার। প্রায়ই দুপুর দুপুর আমার একলা ঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার চৌকাঠ ধরে। এক কাঁখে থাকত ছেলে। সে দুধ খেত মায়ের বুকের। যে ভাবেই দাঁড়াত শরীরে নৃত্যের ভঙ্গি। অজস্র স্কেচ করেছি ওর।' আর রাধি? 'ওই তো রইল শেষ পর্যন্ত আমার কাছে। ওর সঙ্গে মেশা নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছিল। ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্তারাও। তাও ওকে ছাড়িনি। ও ছাড়েনি আমাকেও। আসলে রাধা রানীর সঙ্গে আমার জড়ামড়ি সম্পর্ক!' 'রিয়ালিটির সবটাই কপি করতে নেই।'

এত ভাঙাচোরা, এত সম্ভোগের পরও এ কথা বলতেন স্বয়ং কিঙ্কর। ৫১ সালে চলে যাওয়া যাক। শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী তখন কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র। শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় গিয়ে তাঁর আলাপ হল তিন যুবকের সঙ্গে। একটু পরেই যা গড়াবে মিত্রতায়। তাঁরা সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও শুভময় ঘোষ। এঁদের মধ্যে অমিতাভ পূর্ণেন্দুর স্কেচবুকে রেখার ভুবন দেখে তাঁকে নিয়ে গেলেন রামকিঙ্করের কাছে। 'কিঙ্করদা মানে রামকিঙ্কর? শান্তিনিকেতনের বাগানে যার ওইসব দুর্ধষ মূর্তি? সর্বনাশ! অত বড় শিল্পীর কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' 'মানুষটাকে আগে দেখো, তারপর বুঝতে পারবে কেন নিয়ে যাচ্ছি।' কেমন দেখলেন পূর্ণেন্দু রামকিঙ্করের ভূমণ্ডল? ছাত্র শঙ্খ চৌধুরীর ছেড়ে দেওয়া রতনপল্লির মাটির বাড়িতে তখন উলঢাল রামকিঙ্করের ঘর-দুয়ার। পূর্ণেন্দু লিখছেন, 'কুঁড়েঘরের মতো একটা ঘর। ভিতরে একটা চৌকি। চৌকির উপর অতি সাধারণ বিছানা। দেয়ালে দেয়ালে ঠেসান-দিয়ে-রাখা দরজা-সমান অয়েল পেন্টিং। এদিকে সেদিকে ভাস্কর্যের টুকরো-টাকরা। জনৈকা স্বাস্থ্যবতী যুবতীর মুখ। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে চোখটা চলে গেল চৌকির নীচেয়। সেখানে মেঝের উপর ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে হাজার খানেক কিংবা তারও বেশী চিঠিপত্র, খাম-পোস্টকার্ড-পার্সেল-প্যাকেট সব মিলিয়ে অনেক চিঠি।

এআইএমএস -এর আদলে গড়ে উঠেছে এই মেডিক্যাল কলেজ, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বভারতীতে, প্রস্তাবে মিলবে কেন্দ্রীয় অনুমোদন, ইঙ্গিত শুভেন্দুর

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৬ মে ঃ 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে পড়ানো হবে চিকিৎসা বিজ্ঞান। তার জন্য গড়ে তোলা হবে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে। এআইএমএস -এর আদলে গড়ে উঠেছে এই মেডিক্যাল কলেজ। নাম হতে পারে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'। তবে সবটাই নির্ভর করছে কেন্দ্র সরকারের ছাড়পত্র ও সহযোগিতার উপর। তবে নদীয়ার প্রশাসনিক বৈঠকে এমন ইঙ্গিত মিললো শুভেন্দুর গলায়। বোলপুর - শান্তিনিকেতনে বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা। এই অভিযোগ আজকের নয়। স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। এছাড়া, আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন শান্তিনিকেতনে বহু প্রখ্যাত মানুষের বসবাস। চিকিৎসার জন্য শেষ জীবনে তাদেরও শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ। এমনকি, কোভিড পরিস্থিতির সময়েও চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিকদের। তাই বিশ্বভারতীতে যদি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে ওঠে তাহলে চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন দিগন্ত পাবে, এমনটাই মনে করছেন সকলে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। এরপর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর মুকুটে নতুন পালক সংযোজন হতে চলেছে। বিশ্বভারতীতে গড়ে উঠতে চলেছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। যদিও, বিশ্বভারতীতে বহু আগে থেকে দুটি হাসপাতাল রয়েছে। একটি পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতাল, অন্যটি দীনবন্ধু এন্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। এই দুটি হাসপাতালকেও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যুক্ত করা হতে পারে। অর্থাৎ, বিশ্বভারতীতে শুরু হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন। ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির ছাড়পত্র চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, কমপক্ষে ২০০ শয্যার এই হাসপাতাল হবে। শান্তিনিকেতনের মোলডাঙ্গায় বিশ্বভারতীর বিস্তীর্ণ জমি রয়েছে। সেখানেও গড়ে উঠতে পারে এই হাসপাতাল। সবাই এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্স (এআইএমএস) -এর মতই হবে এই হাসপাতাল। সম্ভবত হাসপাতালের নাম রাখা হতে পারে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'। যদিও, এই নাম এখনই চূড়ান্ত নয়। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য খুবই চেষ্টা করছেন এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল করার। যেখানে যেখানে আবেদন করার করা হয়েছে। দেখা যাক কি হয়। তবে এখানে সবাই চিকিৎসা পাবেন। আর পড়ুয়ারাও সমৃদ্ধ হবেন। প্রসঙ্গত, বোলপুরের মুলুকে একটি বেসরকারি 'শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল' রয়েছে। সেখানেও ভালো পরিষেবা পাচ্ছেন মানুষ। তবে এ আই এমস হলে তার মাত্রা আলাদা। এতে অনেক বেশি সুবিধা হবে এই এলাকার মানুষজনের। উন্নত মানের পরিষেবা মিলবে।

মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে বিধায়ক সৈকত পাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৬ মে ঃ মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বিধায়ক সৈকত পাঁজা। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে এদিন তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনের শেষে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএইচএম-এর সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিধায়ক। সেখানে চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন, রোগীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবিষ্যত উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একাধিক সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিধায়কের নজরে আনা হয় এবং লিখিতভাবেও তা জমা দেওয়া হয়। এদিনের পরিদর্শনে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ সাউ, সোমনাথ ভট্টাচার্য-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বৈঠক শেষে বিধায়ক সৈকত পাঁজা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিকদের আশ্বস্ত করে জানান, খুব শীঘ্রই মন্তেশ্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নের কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই মন্তেশ্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি ছিল। বিধায়কের এই আশ্বাসে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে।

বিজেপির 'বাংলা জয়'-এর পর মাথা মুন্ডন করে প্রতিজ্ঞা পূরণ বিজেপি কর্মীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ মে ঃ মঙ্গলকোট ব্লকের নিগনগ্রাম এলাকায় এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজেপির 'বাংলা

জয়'-এর পর নিজের বহুদিনের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে মাথা মুন্ডন করলেন বিজেপি কর্মী জিতেন্দ্রনাথ সর। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা ও কৌতুহল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জিতেন্দ্রনাথ সর একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী-র জয়ের পিছনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেও দাবি করেন। সেই সময় মঙ্গলকোট ব্লকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন অপূর্ব চৌধুরী, যিনি কেষ্ট মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ২০২০ সালে বিজেপি নেতা শিশির ঘোষ-এর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন জিতেন্দ্রনাথ সর। বিজেপিতে যোগদানের পর থেকেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ তার। জিতেন্দ্রনাথবাবুর দাবি, তার বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং বাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয়। পরিস্থিতির চাপে দীর্ঘদিন তাকে বাড়িছাড়া অবস্থায় থাকতে হয়েছে বলেও জানান তিনি। জিতেন্দ্রনাথ সর বলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাথা মুন্ডন করব। আজ সেই প্রতিজ্ঞাই পূরণ করলাম। তার এই পদক্ষেপকে ঘিরে এলাকায় নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি অটল থাকার মানসিকতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, আবার কেউ বিষয়টিকে রাজনৈতিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করছেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। তবে জিতেন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্য, রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি তার আস্থা অটুট, আর সেই বার্তাই তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই নিগনগ্রাম এলাকায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে।

নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, অন্ডালে দুই যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৬ মে ঃ নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল অন্ডালের বহুলা এলাকায়। ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সুরজ বাউরি ও বিশাল ডোম। দু'জনেই অন্ডালের রিয়েল জামবাদের বাসিন্দা। অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যায় ১৪ বছরের এক নাবালিকা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় দুই যুবক তাকে ভয় দেখিয়ে জোর করে পাশের পুকুর পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ভয়ে ওই নাবালিকা বাড়িতে কাউকে কিছু জানায়নি। পরদিন সোমবার সে তার বৌদিকে পুরো ঘটনা জানালে, পরিবারের পক্ষ থেকে অন্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন এবং পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

উদ্ধার যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ মে ঃ সাঁইথিয়া ও আমোদপুরের মধ্যবর্তী কুরুমশা গ্রামে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম কাজল শেখ। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত কাজল শেখের তেকড্ডা মোড়ে একটি দোকান রয়েছে। প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতেও তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। তেকড্ডা থেকে কুরুমশা গ্রামে নিজের বাড়ি ফেরার পথেই তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা কুরুমশা গ্রামের রাস্তায় কাজলের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ি ও পুকুরে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মে ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় ফের তৎপরতা বাড়াল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গত শুক্রবারের পর মঙ্গলবার সকালে আবারও কান্দি শহরের জেমো এলাকায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়িতে হানা দিলেন ইডির আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘিরে ফেলা হয় শান্তনুর প্রাসাদোপম বাড়িটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি এই বাড়ির সংলগ্ন রয়েছে বড় পুকুর ও বাগান। শুক্রবার ইডির আধিকারিকরা শুধুমাত্র বাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালালেও এদিন পুকুর ও বাগানের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনুবাবু দাবি করেছেন তাঁর মোবাইল ফোনটি হারিয়ে গিয়েছে। যদিও এই সংক্রান্ত কোনও লিখিত অভিযোগ তিনি কোথাও দায়ের করেননি। ইডি- র তদন্তকারীদের অনুমান কলকাতা পলিসিভের প্রাক্তন এই ডিসি-র মোবাইল ফোনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়ে আছে। সেই ফোনের সন্ধান আজ শান্তনুবাবুর কান্দির বাড়িতে চালানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার সকাল থেকেই গোটা চত্বর কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর ইডির আধিকারিকরা বাড়িতে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান। পাশাপাশি বাড়ি সংলগ্ন পুকুর এবং বাগান এলাকাতেও চলে অভিযান। সবমিলিয়ে কান্দিতে এই পুলিশকর্তার বাড়ির আশপাশে তৈরি হয়েছে চাপা উত্তেজনা। গত শুক্রবার প্রথমবার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সারাদিন ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। এলাকাবাসীর দাবি, একসময় ছোটখাটো, আধা পরিত্যক্ত বাড়িটি গত পাঁচ বছরে রাজপ্রাসাদের চেহারা নিয়েছে। বাড়ির ভিতরে রয়েছে বেলজিয়াম কাচের ঝাড়বাতি, ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে সহ দামি আসবাবপত্র। এই বাড়িতে থাকতেন শান্তনুর বোন গৌরী সিনহা বিশ্বাস। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কান্দি পুরসভার কাউন্সিলর এবং ভাইস চেয়ারম্যান। গৌরীদেবীর বিরুদ্ধে কান্দি পুরসভায় আর্থিক তছরুপ এবং টাকা নিয়ে পুলিশ অফিসারদের বদলির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সপ্তাহখানেক আগে থেকেই বাড়িটি তালাবন্ধ ছিল। শুক্রবার ইডির আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ দরজার সামনে অপেক্ষার পর তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। সেদিন তল্লাশিতে কিছু পাওয়া গেছে কিনা, ইডির তরফে তা জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। কলকাতা, নিউটাউন সহ একাধিক জায়গায় তাঁর নামে বেআইনি বিপুল সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে আগেই তাঁকে পদ থেকে সরান কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। স্থানীয়দের ধারণা, শুধু বাড়ি নয়, বাগান ও পুকুরেও তল্লাশির পিছনে নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। এর আগে বড়ঞার প্রাক্তন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশির সময় তিনি মোবাইল পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তাই এবার গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ির পাশাপাশি সংলগ্ন পুকুর ও বাগানেও খুঁটিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডির আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের অনুমান, গুরুত্বপূর্ণ নথি বা ডিজিটাল প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। সেই সূত্র ধরেই চলছে এই বাড়তি তল্লাশি।

দীর্ঘ বিরতির পর রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকঃ পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নে একাধিক সিদ্ধান্ত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ মে ঃ দীর্ঘ বিরতির পর অবশেষে অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এর রোগীকল্যাণ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মঙ্গলবার আয়োজিত এই বৈঠককে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই প্রথম রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হওয়ায় হাসপাতালের পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে আলোচনায়।ওবৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম-সহ জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দফতর ও পুলিশের একাধিক আধিকারিক। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরাও বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে হাসপাতাল চত্বরের পরিচ্ছন্নতা ও আবর্জনা অপসারণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। হাসপাতালের বিভিন্ন অংশে জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করা এবং নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একই সঙ্গে কর্মী সঙ্কটের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ থেকে শুরু করে গ্রুপ-ডি কর্মী- প্রায় সব স্তরেই লোকবলের অভাব রয়েছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নিয়োগ বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নার্স কোয়ার্টারের দীর্ঘদিনের পরিকাঠামোগত সমস্যাও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়। নর্দমা পরিষ্কার, জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। নতুন ভবন নির্মাণ এবং পৃথক বার্ন ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সিভিল বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও দীর্ঘদিনের ট্রাফিক ও পার্কিং সমস্যার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলে বাধা এবং হাসপাতাল চত্বরে যানজটের সমস্যা সমাধানে পৃথক পার্কিং ব্যবস্থা ও কার্যকর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রস্তাব উঠে আসে। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, হাসপাতাল চত্বরকে আরও রোগীবান্ধব ও মানবিক করে তোলার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশু রোগীদের দীর্ঘ সময় হাসপাতালে থাকার মানসিক চাপ কমাতে বিনোদনমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাবও আলোচনায় স্থান পায়। এ বিষয়ে মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, হাসপাতালকে আরও মানবিক ও রোগীবান্ধব করে তুলতে প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেওয়া হবে। দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত এই বৈঠককে ঘিরে হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় আগামী দিনে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে বলেই প্রত্যাশা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২১.০৫.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-৫৩-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/ শিয়ালদহ-এর অধীনে সকল অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত শিয়ালদহ ডিভিসনের কাঁকুড়গাছি শাখায় আরইউবি নং এক্স/২৩, এক্স/৩৩ এবং বালিগঞ্জ-কামাগাতা মারু বজবজ শাখায় আরইউবি নং বি/৭ এবং বি/৮-এর আরসিসি জ্যাকেটিং দ্বারা অবকাঠামো শক্তিশালী করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৮,৮৬,৯৯৭.০৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,১৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-53/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ৯৫_২০২৬-২৭, তারিখ ২২.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/ ২/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে সিনিয়র ডিইএন/২/ এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে ট্রিম্বল গেডো ভর্সিস ট্রলি বা সমতুল ব্যবহার করে পোস্ট ট্যাম্পিং ট্র্যাক পরিমাপ পরীক্ষা এবং স্কেল ম্যাপ হালনাগাদ করার উন্নয়নমূলক কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৭,১৮,০৩৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-103/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
I) **প্রীতিকণা সরকার- স্বামী- রাজেশ কর**
II) **দেবজ্যোতি সরকার- পিতা- প্রদেশ সরকার**
আমোক্তারনামা দাতাঃ I) **দেবব্রত দাস-পিতা- মৃত সুখরঞ্জন দাস** II) **অজিত কুমার সরকার-পিতা- যাদব চন্দ**
ঠিকানাঃ I)দেবনগর, জল II) কেরানীপাড়া
গ্রহীতাঃ ——————————
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **11/3/2026, 731** নং বহি **21992- 22007** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **15/4/2008-I-17, I-1256 of 7/5/2026, I-936 26/2/2010**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/3692, 4055**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
L-Rplot 1866 L.R Kotion - 937 R-S khotion-1007 R.S-Dag-1347 -Rplot-168 L-R khotio- 138 R.Skhation-2640 RS. Dag-287
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ I) **প্রীতিকণা সরকার- স্বামী- রাজেশ কর** পিতা / স্বামীঃ II) **দেবজ্যোতি সরকার- পিতা- প্রদেশ সরকার**
ঠিকানাঃ I) **দেবনগর, জল** II) **কেরানীপাড়া**

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by Hon'ble Chief Minister in connection with the Launch of HPV Vaccination Campaign in West Bengal by Hon'ble Chief Minister on 30th, May 2026" **[Job No. KIT/RW/033 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-021/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 27.05.2026 up to 05.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

Govt. of West Bengal
e-Tender Notice
01(one) no. e-tender is hereby invited vide NIT No.: DM/JGM/NZ-2026/eNIT-05, dtd.21.05.2026 for Supplying of Training Materials to the DP & RDO Section Jhargram. (ID: 2026_DMJHA_5014479_1) Closing date of tender is 02.06.2026 till 15:00 Hour) For details see website : **https:// tenders.wb.gov.in & https:// www.jhargram.gov.in**
Sd/-
For District Magistrate, Jhargram

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
CIN : L01132WB1990PLC048991
রেজি অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩ তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ২২১০-০৫৫৩ ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৬ পরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান ৩১।৩।২৬ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১৪২.৭৯	৮০৬.৮৮	১০৮.৩০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৬৫.১৯)	(১৬.০২)	(১০২.৯০)
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৬৫.১৯)	(১৬.০২)	(১০২.৯০)
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৭৮.৬৫)	(২৯.৪৮)	(১০৩.২৫)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (ক্ষতি) [অধিভুক্ত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৭১.৭৭)	(২২.৬০)	(৭৯.৯৯)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা)	১,৫৫৪.৪১	১,৫৫৪.৪১	১,২৯৬.৮১
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (Ind AS অনুযায়ী)	৩২৭.৫৪	৩২৭.৫৪	২২৫.৮০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা)			
	ক) মূল	(০.৫১)	(০.২০)	(০.৮৮)
	খ) মিশ্র	(০.৫১)	(০.২০)	(০.৮৩)

বিঃদ্রঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.bseindia.com/ www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://norbentea.com/pdf/sqfr_mar_2026.pdf।
খ) উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং ২৬ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

তারিখঃ ২৬ মে, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা
স্বা /-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D. Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 28Q of AE/DDESD 2026-27, Memo No: 340 Date: 13/05/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5013997_1. Name of Work: Supply and installation of Split type Air conditioning machine at C.S's Residential Office under Dhanadhanya Electrical Sub-Division. Last Date of bid submission: 08/06/2026 instead of 25/05/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das, Assistant Engineer, PWD, Dhana Dhanya Electrical Sub-Division ICA- T8669(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-10/2026-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5014491_1. Name of Work : Special repairing of 2x40 Ton capacity Air-conditioning plant with one standby unit at Centenary Building, High Court, Calcutta. Bid Submission End Date: 06/06/2026 upto 14-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte. High Court Elecl Sub-Divn. ICA- T8680(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER EXTENSION
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No. 01 of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5014059_1. Bid submission start date 28.05.2026. Bid submission end date 03.06.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T8656(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II invites eTender on Percentage Rate basis vide **eTender No. WBPWD/AE/KESD-II/NIeT-02/2026-2027** for 2 (Two) nos. work vide Tender ID No. 2026_WBPWD_5014465_1 and 2026_WBPWD_5014465_2 of 2026-2027. Bid Submission Start date (online) is 27.05.2026 from 12:30 noon. Bid Submission closing date (online) is 01.06.2026 upto 2:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be down loaded from **https://wbetenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub-Division-II. ICA- T8649(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-06/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5014495_1 for "Special Repairing and replacement of old electrical installation work of North side (First floor) Minister Quarter and South Side (First Floor) Minister Quarter at High Court End in parity with related civil works under Kolkata Raj Bhavan Electrical Subdivision,PWDte."Last date of bid submission is 08.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website :http://www.wbtenders.gov.in
ICA- T8682(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work " Replacement of 40Tr. And 20 Tr. Old Air conditioning Chiller Plant at Department of Virology, STM Building 4th Floor under School Of Tropical Medicine, Kolkata - Electrification Work." e-NIQ No. :- WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-84/2nd Call/2025-26. Tender Id :2026_WBPWD_5013976_1. Submission Closing Date extended from 25/05/2026 to 08/06/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-U.Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of WB.
ICA- T8672(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Bidhannagar West Sub-Division-II invites Online e-tender for 04 (Four) No. works related to Civil Works under Bidhannagar West Division, PWD. N.I.e.T. NO. 01/AE/BNWSD-II of 2026-2027. Bid submission start date (Online) : 25/05/2026. Bid submission closing date (Online) : 08/06/2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and documents may be downloaded from: **http://wbetenders/gov.in** Tender Id no :2026_WBPWD_5014450_1, 2026_WBPWD_5014450_2, 2026_WBPWD_5014450_3 & 2026_WBPWD_5014450_4. Sd/- (Tapas Kumar Kundu) Assistant Engineer, PWD Bidhannagar, West Sub-Division - II.
ICA- T8647(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 02/EE/D-III/W&S/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-III, GRWW, W&S Sector, KMDA, Bidhangarh, Kolkata-700066, from eligible reliable, resourceful, bonafide and experienced Firms / Companies / Individual contractors with financial capability, for the work, **Name of Work, Estimated Amount Put to Tender, Earnest Money, Time of Completion,** Interconnection work between 750 mm dia PSC pipe and 160 mm dia (OD) HDPE pipe with Valve at pokepari More for the water crisis area of Ward No. 12 under Budge Budge Municipality., Rs.2,02,536/-, Rs.4,051/-, 07 days, **End date & time for online Bid submission:** 03.06.2026 at 18:15 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-051)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T8642(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/25-26 /000049 (Re-Tender:3rd Call), Dated : 25-05-2026
Name of work : Internal Painting & miscellaneous plumbing works at Incubation Centre.
Value of Work : Rs 296170.56 (Approx.)
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact : 9432137382
ICA- T8630(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/CKHSD-I/PWD invites online NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD-I/NIeT-02/2026-2027 for the following work **(1)** Calcutta National Medical College & Hospital--Installation of 4 nos PVC tanks with monoblock pump over the top of patient party shelter Building for new Dialysis unit within the campus of CNMC & Hospital Kolkata during the year 2025-26. Amount Rs. 3,45,014.00. Last date of application 08.06.2026 at 03.00 P.M. for CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB-DIVISION-I, PWDte., Kolkata. TENDER ID: 2026_WBPWD_5014449. Corrigendum if any will be published in website only. Other details may be obtained from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., Central Kolkata Health Sub-Divison-I ICA- T8663(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 01/KMDA/CIVIL/EE/ ECPD-II/E& AM of 2026-27
Online e-Tender is invited by the Executive Engineer, ECPD-II, E&AM Sector, KMDA, S.T.P. Compound, Anandapur, Kolkata-700107, from reliable, resourceful, bonafide / eligible firms / companies / individual / Joint Venture agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Cost, Earnest Money, Time of Completion,** Through cleaning of surface drain and underground conduits at Kasba Industrial Estate including removing the deposited garbages on road flank and through cleaning of elevated grit chamber of S.T.P within ECPD-II office including removing garbage under EKAD project upto 31.12.2026., Rs.3,55,824/-, Rs.7,120/-, 204 Days, **Last date &time of online Bid submission:** 08/06/2026 Time: 14.30 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-40)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T8613(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
2nd CORRIGENDUM
e N I A No. 01 of 2026-27 of the E.E., N H Division No-III
Please note Bid Submission End date (online) is extended to 06.06.2026 upto 11:00 A.M. for the Work of "Auction of logs of different species of felled trees, including all branches stacked at stackyard of the agency of Raniganj Bypass project at Mongalpur and Sahebganj, Paschim Bardhaman near Ballavpur Railgate Raniganj under the office of the Executive Engineer, National Highway Division-III in the district of Paschim Bardhaman during the year 2026-27. Vide e-NIA No. 01 of 2026-27 of EE NHD-III. Tender Id : 2026_WBPWD_5013925_1. Details information may be downloaded from **http:// tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, NHD-III, PWRD, GOVT OF W.B. ICA- T8704(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
AE/CKHSD-I/PWD invites online **NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD-I/NIeT-04/2026-2027** for the following works (1) Repair of structural beams and slabs of male Word in the campus of Calcutta Pavlov Hospital, Kolkata-46 during the year 2025-2026 Amount Rs. 3,63,063.00 (2) Calcutta National Medical College & Hospital- Repair renovation of damaged courtyard at back side of LMO plant and Change of broken Glass, partition board within the compound of CNMC&H Kolkata, during the year 2026-27. Amount-4,98,403.00. Last date of application 12.06.2026 at 03:00 P.M. for **CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB DIVISION-I, PWDte,. Kolkata. TENDER ID :** 2026_WBPWD_5014514_1/2. Corrigendum if any will be published in website only. Other details may be obtained from : **http: tenders.wb.gov.in**
Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte.
ICA- T8699(1)/2026

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কানপুর
আইআইটি কানপুর বিভিন্ন অ-শিক্ষক পদে নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করছে। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য অনুগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুনঃ *https://iitk.ac.in/recruitment*
আগ্রহী প্রার্থীরা ৪ঠা জুন, ২০২৬ থেকে ৩রা জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১/২০২৬ cbc21241/11/0004/2627 রেজিস্ট্রার

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.
ABRIDGED TENDER NOTICE
The undersigned publishes EOI on behalf of the **Divisional Manager, Kolkata Forest corporation Division** as follows:

EOI No.	Name of Project	Date of Publication	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
EOI No. 05/ 06-25/KFCD/ 2026-2027	Supply and Installation of Led display board for various photography and video display with multi colour visual effects to promote the Forest Department Activity with P6 led projection including structure fitting and fixings at Aranya Bhavan, Sector III, Salt lake. Size; 8 ft x 10 ft (One unit) = 80 sq.ft	27.05.2026	28.05.2026	05.06.2026

Details of EOI can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.
ABRIDGED TENDER NOTICE
The undersigned publishes NIT as follows:

Tender No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
06/29-50/25-26/T/ 2026-2	Renovation & Upgradation (Civil & Sanitary works) of M.O.S. office at 2nd Floor, Block – B of Aranya Bhavan, Salt Lake	27.05.2026	04.06.2026

Details can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.
ABRIDGED TENDER NOTICE
The undersigned publishes NIT as follows:

Tender No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
04/29-46/20-21 (Pt-II)/2026-2027	Supply of Plywood, Blockboard at Joinery Carpentry Unit for Kolkata FCD, WBFDCL	27.05.2026	10.06.2026

Details can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

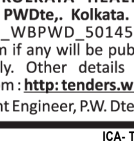

This is the Photograph of **Sohana Nargis**, Father's Name - **Md. Akbar Ali**, of Vill - Dakatpota, PO - Baidyapur, PS - Shasan, Dist - North 24 Parganas, WB, who has been missing Since 12.04.2026, at about 16.00 hrs, Residential area under PS- Shasan, Description of this missing person is: **Age** - 16 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Black & Pink Nighty, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D753(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Partha Protim Karmakar**, Father's Name - **Lt. Chandra kanta Karmakar**, of Argori, Pallyshree, PS - Sankrail, Dist - Howrah, who has been missing Since 04.03.2023, at about 13.00 hrs, Residence under Sankrail PS, Description of this missing person is: **Age** - 33 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 6 Feet, **Wearing** - Blue Shirt and Black pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D750(3)/2026

দেশ-বিদেশ

পাকিস্তানকে ঘিরে জল্পনায় ইতি, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক অটুট রুবিওর স্পষ্ট বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ মেঃ পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়লেও তা ভারত-আমেরিকা কৌশলগত সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না- ভারত সফরে এসে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি জানান, পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা নিয়ে ভারত কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেনি এবং নয়াদিল্লির মূল চিন্তা বরাবরই সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ ও নিরাপত্তা ইস্যুকে কেন্দ্র করে। চার দিনের ভারত সফরে থাকা রুবিও সোমবার দিল্লি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় এই মন্তব্য করেন। তাঁর সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল কোয়াড বৈঠকে অংশগ্রহণ, যেখানে ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৌশলগত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ায় ইরানকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে, এতে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব পড়তে পারে কি না। তবে রুবিও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এতটাই গভীর ও বহুমাত্রিক যে তা অন্য কোনও দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি বলেন, ভারত ও আমেরিকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। এটি কোনও তৃতীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে দুর্বল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দায়িত্বশীল দেশগুলির একাধিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা

স্বাভাবিক বিষয়। সেই সম্পর্ককে কোনও নির্দিষ্ট জোট পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা উচিত নয়। রুবিও আরও বলেন, ভারতের পাকিস্তান-সংক্রান্ত উদ্বেগ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ভারত বরাবরই পাকিস্তানের মাটি থেকে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলির কার্যকলাপ এবং সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই ইস্যুই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। তবে পাকিস্তানের বর্তমান কূটনৈতিক তৎপরতা বা ইরান সংকট ঘিরে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা নিয়ে ভারত সরকারের তরফে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি বলে তিনি স্পষ্ট করেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতের উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ। পশ্চিম এশিয়ার কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তারা কোনও আপত্তি জানায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, রুবিওর এই মন্তব্যের মাধ্যমে ওয়াশিংটন একদিকে যেমন ইসলামাবাদের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখতে চাইছে, অন্যদিকে তেমনি নয়াদিল্লিকেও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে যে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের গুরুত্ব কোনওভাবেই কমছে না। ভারত সফর চলাকালীন রুবিও ভারতকে আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেন। শুধু প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ক্ষেত্রেই নয়, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, সাপ্লাই চেন, সাইবার নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। গত কয়েক বছরে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে মজবুত হয়েছে। প্রতিরক্ষা চুক্তি, যৌথ সামরিক মহড়া, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। কোয়াড জোটকেও এই বৃহত্তর কৌশলগত সমীকরণের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রুবিও বলেন, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে। দুই গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর মতে, বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সফরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। কূটনৈতিক সূত্রের খবর, রুবিওর সফরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ফোনে মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে যে বর্তমান সময়ে ভারতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখছে আমেরিকা। ভারত সফরের পর রুবিও আগ্রায় তাজমহল পরিদর্শনে যাবেন এবং পরে জয়পুর সফর করবেন। এরপর তিনি আবার দিল্লিতে ফিরে এসে কোয়াড বৈঠকে যোগ দেবেন। এই বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা, সামুদ্রিক সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা, চীন-আমেরিকা প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক যে আরও কৌশলগত গুরুত্ব পাচ্ছে, রুবিওর মন্তব্যে তারই প্রতিফলন দেখা গেল। একইসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে সীমিত কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রেখেও ভারতকে যে ওয়াশিংটন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, তাও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তড়িঘড়ি কোনও চুক্তি করতে রাজি নন ট্রাম্প

৮৭ দিনের ডিজিটাল অন্ধকারের অবসান, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে ফিরছে ইন্টারনেট, স্বস্তির নিশ্বাস ৯ কোটির মানুষের

তেহরান, ২৬ মে ঃ তিন মাসের দীর্ঘ ডিজিটাল অন্ধকার কাটিয়ে অবশেষে বিশ্বের সঙ্গে ফের সংযুক্ত হতে চলেছে ইরান। আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার জেরে প্রায় ৮৭ দিন ধরে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের পর অবশেষে দেশে পুনরায় ইন্টারনেট পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান প্রশাসন। মঙ্গলবার ইরানের সরকারি মুখপাত্র ফাতেমে মোহাজেরানি ঘোষণা করেন, প্রেসিডেন্টট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলিকে ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবারও ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন সাধারণ ইরানবাসী। প্রায় তিন মাস ধরে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ইরানের কোটি কোটি মানুষ কার্যত বিশ্বের বাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়া, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটতে চলেছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফাতেমে মোহাজেরানি বলেন, ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনার জন্য গঠিত বিশেষ সাইবারস্পেস টাস্ক ফোর্স সোমবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে। সেখানে ধাপে ধাপে ইন্টারনেট পরিষেবা চালুর সুপারিশ করা হয়। এরপর প্রেসিডেঃট প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেছেন। তিনি আরও জানান, সরকার চায় নাগরিকদের মৌলিক ডিজিটাল অধিকার পুনরুদ্ধার করতে এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। ইরানের প্রশাসনের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। তবে মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, শুধু যুদ্ধ নয়, সরকারের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা জনবিক্ষোভ এবং বিরোধী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতেও ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকসের রাখার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। এর আগে দীর্ঘতম ইন্টারনেট শাটডাউনের রেকর্ড ছিল সুদানের দখলে। গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে প্রায় ৩৬ দিন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। কিন্তু ইরান সেই রেকর্ড ভেঙে একটানা ৮৭ দিনের ব্ল্যাকআউটের নজির গড়েছে।

এই দীর্ঘ সময় ধরে ডিজিটাল পরিষেবা বন্ধ থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহে সমস্যায় পড়ে। ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতি, নাগরিক হতাহতের সংখ্যা বা বিক্ষোভের প্রকৃত চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে অনেকটাই অস্পষ্ট থেকে যায়। এদিকে প্রায় তিন মাস ধরে চলতে থাকা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর কূটনৈতিক উদ্যোগও জোরদার হয়েছে। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে

রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকেই ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের কারণে আংশিক ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। পরে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করলে প্রশাসন সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করে। এর ফলে প্রায় ৯ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে সম্পূর্ণ ইনন্টারনেট বন্ধ বিদেশে থাকা আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বহু পরিবারের। শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়, ছোট ব্যবসাগুলির বড় ক্ষতি হয় এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। প্রযুক্তিনির্ভর বহু স্টার্টআপ এবং অনলাইন পরিষেবা কার্যত ধ্বংসের মুখে পড়ে। ইন্টারনেট বন্ধ থাকার কারণে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলিও ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ব্যাকডোর আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা, সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির পথেই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে দুই দেশ। জানা গিয়েছে, ইউরেনিয়াম হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছে তেহরান। মার্কিন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ মহল থেকেও দাবি করা হয়েছিল যে শান্তিচুক্তি খুব দূরে নয়। মার্কিন কূটনীতিক মার্কো রুবিওও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি কোনও চুক্তি করতে রাজি নন তিনি।

বিশ্বের সঙ্গে সীমিত যোগাযোগ, লুকিয়ে মোজতবা খামেনেই!

ওয়াশিংটন, ২৬ মে ঃ নয়া সুপ্রিম লিডার হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি অন্তরালে। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে রয়েছে নানা জল্পনা। এই পরিস্থিতিতে মোজতবা খামেনেইকে নিয়ে মুখ খুললেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁদের দাবি, গোপন বাঙ্কারে লুকিয়ে আছেন ইরানের সুপ্রিম লিডার। বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ নেহাতই সীমিত। জটিল কোনও কুরিয়ার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বার্তা আদানপ্রদান করা হচ্ছে। দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানাচ্ছেন, আমেরিকার পাঠানো শান্তি প্রস্তাবের যে কোনও খসড়া সেই কারণে মোজতবার কাছে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে। এবং উত্তর আসতেও সময় লাগছে। কারণ আর কিছুই নয়, জটিল যোগাযোগের পথ! এমনকী, ইরানের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে মোজতবা পর্যন্ত পৌঁছতে। কিন্তু ঠিক কোথায় এখন মোজতবার আস্তানা? সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে মুখ খুলতে রাজি হননি হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র।

মোজতবা খামেনেইকে নিয়ে মুখ খুললেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁদের দাবি, গোপন বাঙ্কারে লুকিয়ে আছেন ইরানের সুপ্রিম লিডার। বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ নেহাতই সীমিত। কয়েকদিন আগেই ইরানের একটি সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছে, মোজতবা এখন অনেকটাই সুস্থ। তাঁর শরীরে যে ক্ষত ছিল সেগুলি সেরে গিয়েছে। তার হাঁটুতে সামান্য আঘাত রয়েছে। সেটিও শীঘ্রই সেরে যাবে। এছাড়া তাঁর কানেও সামান্য আঘাত রয়েছে। সেগুলি ছাড়া মোজতবার আর কোনও সমস্যা নেই। শত্রুরা ক্রমাগত গুজব ছড়াচ্ছে। আসলে তারা তাঁকে খুঁজছে। কিন্তু সন্ধান পাচ্ছে না। ইরানের সুপ্রিম লিডারকে নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষও। কিন্তু তাঁদের ধৈর্য ধরা উচিত। তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। সঠিক সময়ে তিনি জনসমক্ষে আসবেন। এদিকে এও জানা যাচ্ছে, ফের মোজতবার উপরে হামলা হতে পারে.

নতুন গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল পরিষেবা

মালিগাঁও, ২৬ মেঃ গ্রীষ্মকালীন সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামল দিতে, ট্রেন নং. ০৭০৪৬০৭০৪৭ (সেকেন্দ্রাবাদ -নাহরলগুন সেকেন্দ্রাবাদ)-এর পরিষেবা উভয় দিক থেকে পাঁচটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে।ট্রেন নং. ০৭০৪৬ (সেকেন্দ্রাবাদ নাহরলগুন) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ২৯ মে, ২০২৬ থেকে ২৬ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ফের যাত্রায় ট্রেন নং, ০৭০৪৭ সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির (নাহরলগুন সেকেন্দ্রাবাদ) চলাচল ১ জুন, ২০২৬ থেকে ২৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেনগুলি বিদ্যমান সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে।- এছাড়াও, কাটিহার থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত একটি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেনটি প্রতিদিন ২৭ মে থেকে ১ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৩৪০৭ (ভাগলপুর কাটিহার) স্পেশাল ভাগলপুর থেকে ০৭,০০ ঘন্টাই রওনা দিয়ে একই দিনে ১৩,০০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং, ০৩৪০৮ (কাটিহার ভাগলপুর) স্পেশাল কাটিহার থেকে ১৪,১০ ঘন্টাই রওনা দিয়ে একই দিনে ২০,২০ ঘন্টায় ভাগলপুর পৌঁছাবে। ট্রেনটি ১৩টি সাধারণ কোচ সহ আনরিজার্ভ স্পেশাল ট্রেন হিসেবে চলাচল করবে। -সেকেন্দ্রাবাদ নাহরনগুন সেকেন্দ্রাবাদ সামার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কাটিহার - ভাগলপুর সামার স্পেশাল ট্রেনের সূচনা গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের চরম ব্যস্ত মৌসুমে যাত্রীদের উল্লেখযোগ্য স্বস্তি প্রদান করবে। সেকেন্দ্রাবাদ ও নাহরলগুন-এর মধ্যে অতিরিক্ত ট্রিপগুলি যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে, ওয়েটিং লিস্ট কম করতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দক্ষিণ ভারতের সাথে সংযুক্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে নিশ্চিত আসনের উপলব্ধতা উন্নত করতে সহায়তা করবে। সম্প্রসারিত পরিষেবাগুলি অরুণাচল প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের ক্ষেত্রে অধিক নমনীয়তা ও সুবিধাও প্রদান করবে। একইভাবে, দৈনিক কাটিহার ভাগলপুর সামার স্পেশাল ট্রেনটি এই দুই শহর এবং মধ্যবর্তী স্টেশনগুলির মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য।

NAME CHANGE

Sailen Das S/O- Tapan Das, residing at Village: Uttarbrahmapur, P.O. Niratala Bazar, P.S. Haringhata, Dist-Nadia, Pin-741257, West Bengal , do hereby declared that my Voter Card being No. MQR3451143 & my name has been recorded as Sailen Das. My Adhaar Card being No. 322158319938 my name has been recorded as Shailen Das. That Suman Das is my son and in my said son's Birth certificate being registration No. 179 dated 31.01.1997 my name has been recorded as Sri Sailen Das both are same persons

NAME CHANGE

I, Mujaffar Hossain (Old Name) S/O– Hazi Aolad Hossain resident of Vill- Sealmara, Po- Radharghat, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin -742187 do hereby declared that I have changed my name from Mujaffar Hossain to Mujaffar Sk and henceforth I shall be known as Mujaffar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S. D.E.M (1st Class) Berhampore court on 16/05/2026. My name Mujaffar Sk & Mujaffar Hossain both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Babu Seikh (Old Name) S/O– Patu Sk resident of Vill & Po- Miangram, Ps- Saktipur, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin -742404 do hereby declared that I have changed my name from Babu Seikh to Babu Sk and henceforth I shall be known as Babu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S. D.E.M (1st Class) Berhampore court on 11/03/2026. My name Babu Sk & Babu Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asish Guha (Old Name) S/O-Late Amulya Ratan Guha residing at 63, K.P. Chattaraj Road, P.O-Berhampore, Ps- Berhampore, Dist. Murshidabad, do hereby declared that I have changed my name from Asish Guha to Ashis Kumar Guha and henceforth I shall be known as Ashis Kumar Guha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S. D.E.M Berhampore court on 06/05/ 2026. My name Ashis Kumar Guha & Asish Guha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nurunnahar (Old Name) W/O– Saifujjaman Seikh resident of Vill- Gangarampur Khekul, Po-Joykrisnapur, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Nurunnahar to Nurunnehar Bewa and henceforth I shall be known as Nurunnehar Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Nurunnehar Bewa & Nurunnahar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Rofikul Islam (old name) S/o- Rejaul seikh residing at Kapasdanga, Kapasdanga, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-741133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ROFIKUL ISLAM to MD RAFIKUL ISLAM and henceforth I shall be known as MD RAFIKUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 26/05/2026. MD ROFIKUL ISLAM and MD RAFIKUL ISLAM both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Rezaul Sk (old name) S/o- Furkan Sk residing at Kapasdanga, Kapasdanga, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-741133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD REZAUL SK to REJAUL SEIKH and henceforth I shall be known as REJAUL SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 26/05/2026. MD REZAUL SK and REJAUL SEIKH both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Manirul Islam, SO Late Rasul Mahammad নতুন হাসপাতালপাড়া, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Rasul Mahammad যা বাবার মৃত্যু শংসাপত্র এবং আধার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার পাসপোর্টে বাবার নাম Rasul Mohammad Biswas নথিভুক্ত রয়েছে। ২১.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Rasul Mahammad and Rasul Mohammad Biswas, SO Late Saifuddin Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Sultanara Parvin (Old Name) W/O– Md Aktarul Hoque resident of Vill - Shankarpara , Po- Bhabta, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Sultanara Parvin to Sultana Parvin and henceforth I shall be known as Sultana Parvin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Sultana Parvin & Sultanara Parvin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Hasaruddin Sk (Old Name) S/O–Jumaraddin Seikh resident of Vill-Jolmath, Po-, Arazi, Ps-Saktipur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Md Hasaruddin Sk to Md Hasaruddin Shaikh and henceforth I shall be known as Md Hasaruddin Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/05/ 2026. My name Md Hasaruddin Shaikh & Md Hasaruddin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Udayan Biswas (Old Name) S/O–Jagat Narayan Biswas resident of 32/23/A Nemai Chai Bhai Lane, Po-Khagra, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742103 do hereby declared that I have changed my name from Udayan Biswas to Udayan Kumar Biswas and henceforth I shall be known as Udayan Kumar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 25/05/ 2026. My name Udayan Kumar Biswas & Udayan Biswas both are same and one identical person.

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক 'এ', ৭৮৯ আনন্দপুর ই.কে.টি., কলকাতা-৭০০০১৭
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬, ওয়েবসাইটঃ www.kilburnengg.com

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১৪,০১৩.৪৮	১০,৭১৭.০৯	১০,৩১৬.৩২	৪৬,০৯৪.৯৩	৩৩,৮০০.০২
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	২,৮৫৫.০৫	২,১৩৮.৩১	২,৪১৯.৬০	৯,৭০১.৭১	৭,৩৫০.৯০
৩.	কর-পরবর্তী নিট / লাভ(ক্ষতি)	২,১৪৪.৭৫	১,৪৮৯.৮৫	১,৬২৫.২৮	৬,৯০৭.০১	৫,৪৮১.৬৪
৪.	সময়কাল / বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)	১,৯০৬.৫১	১,৩২৮.৫১	১,৩৪৬.৭২	৬,৭০২.৪০	৫,৩৬০.৬৭
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫,২৯৬.২৯	৫,১৮৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৫,২৯৬.২৯	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়)					
	বেসিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৪.২৪	২.৯৮	৩.৬৩	১৩.৬৬	১২.২৪

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১৯,৬৫৯.৬৮	১৫,৮৯২.৭৩	১২,৭৮০.১৪	৬৪,৪৫০.৯৪	৪২,৭৬১.৯১
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	৩,৭০৬.০২	৩,১৯৯.৯১	২,৯৪১.৪৩	১৩,৬১২,৯৬	৮,২৬৬.৪৭
৩.	কর-পরবর্তী নিট / লাভ(ক্ষতি)	২,৪৮৫.৫৩	২,৩১৫.৬৮	২,০৪১.১৫	৯,৬২০.২১	৬,২৩৮.৯৯
৪.	সময়কাল / বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)	২,২৮১.১৯	২,১৪৭.৭৩	১,৭৫৪.১৬	৯,৪২৮.৮১	৬,১০৩.০৯
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫,২৯৬.২৯	৫,১৮৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৫,২৯৬.২৯	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়)					
	বেসিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৪.৯১	৪.৬৩	৪.৫৬	১৯.০২	১৩.৯৪

দ্রষ্টব্য
উপরেরটি ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সময়ের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একীভূত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর একটি বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। এই ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
(রঞ্জিত লালা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন ০৭২৬৬৬৭৮

তারিখঃ ২৬ মে, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের যে শাড়ি পড়তেন সেটাই এখন অবহেলায় ধুঁকছে, পালাবদলের পর আশায় বুক বাঁধছেন শিল্পীরা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মে ঃ জিআই ট্যাগ মিলেছে। বিদেশেও রপ্তানি হয়। তবু সরকারি অনীহায় ধুঁকছে মুর্শিদাবাদের মির্জাপুর গ্রামের কোনওরকম জরি বা রঙিন সুতো মেশানো হয় না এতে। সাধারণত সাদা বা অফ- হোয়াইট জমিনের উপর লাল পাড়ে ও আঁচলে সরু

ঐতিহ্যবাহী গরদ শিল্প। এক সময় যে গ্রামে সাতশোর বেশি তাঁত চলত, আজ সেখানে সচল তাঁতের সংখ্যা মাত্র ৩৫০। কারণ মুনাফা না থাকায় মুখ ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন মির্জাপুরের গরদ শিল্পীরা। প্রসঙ্গত, গরদ শাড়ি হল মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সিল্ক শাড়ি। একে 'গরদ' বলা হয় কারণ এটি খাঁটি রেশম সুতোয় বোনা। রঙিন সুতোর বর্ডার থাকে। যদিও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে গরদ সিল্কে এসেছে নতুনত্ব। এখন মেরুন এবং নীল রঙের রেশম সুতো দিয়েও বোনা হচ্ছে গরদ শাড়ি। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে গরদ বোনা শুরু হয় ১৯ শতকের শেষ দিকে। মুর্শিদাবাদ জেলার মির্জাপুর গ্রামে প্রথম এই শাড়ি বোনেন তাঁতি মৃত্যুঞ্জয় সরকার। তখন থেকেই এটি ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। মির্জাপুরের শশাঙ্কশেখর গম্ভীরা, মনোরঞ্জন পোদ্দার, শ্যাম সাহানা ও মনীন্দ্রবীরো গরদ বুননে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও পান। শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু একসময় শুধু শ্যাম সাহানার বোনা গরদ শাড়ি পড়তেন। এমনকি ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও নিয়মিত মির্জাপুর থেকে গরদ কিনতেন। এইরকমই ঐতিহ্যবাহী মির্জাপুরের গরদ শাড়ি ২০২৪ সালে জিআই ট্যাগ পায়। বর্তমানে এই শাড়ি বিদেশে রপ্তানি হয়। তন্তুজ, মঞ্জুষার মতো বড় বড় দোকানেও মির্জাপুরের গরদের চাহিদা রয়েছে। তবু শিল্পীদের অভিযোগ, সরকারি অনুদান বা সাহায্য মেলে না। শিল্পী পলাশ মুনিয়া বলেন, জিআই ট্যাগ পাওয়ার পরও আমরা কোনও সরকারি সাহায্য পাই না। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভালো রোজগার হয় না। মাসে একজন তাঁতি বড়জোর ১০ হাজার টাকা আয় করেন। এই টাকায় এখন সংসার চলে না। ফলে নতুন প্রজন্ম আর এই পেশায় আসতে চাইছে না। তারা অন্য কাজে চলে যাচ্ছে। গ্রামে প্রায় হাজার ঘর তাঁতির বাস। অথচ সচল তাঁতের সংখ্যা নেমেছে ৩৫০তে। কয়েক বছর আগেও যা সাতশোর বেশি ছিল। পলাশবাবুর কথায়, বিগত সরকার আমাদের তাঁত শিল্পীদের ওপর নজরই দেয়নি। বিশেষ করে গরদ শাড়ির কোনও মার্কেটিং হয় না। প্রচারের অভাবে আমরা বাজার পাচ্ছি না। শিল্পীদের দাবি, নতুন সরকার যদি মার্কেটিং, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেয়, তাহলে এই শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়াবে। পলাশবাবু বলেন, নতুন সরকার এসেছে। আমরা আশা করছি ওঁরা তাঁত শিল্পীদের দিকে তাকাবেন। সাহায্য পেলে আমরা গরদকে আরও উন্নত শিল্পে পরিণত করতে পারব। তাতে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ব্যবসায়িক লাভ হলে নতুন ছেলেমেয়েরাও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী হবে। এই প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি বলেন, আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি মির্জাপুরের গরদ সিল্ক শাড়ি বিশ্ববিখ্যাত। অথচ মহাজনেরা এই সমস্ত সিল্ক শাড়ি তৈরি করা দরিদ্র তাঁতিদের শোষণ করছেন। তাদের মাত্র দু-তিন হাজার টাকা মজুরি দিয়ে যে শাড়ি তৈরি হচ্ছে, তা বিশ্ববাজারে ৩০-৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এখনও পর্যন্ত মির্জাপুরের গ্রামে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যে সমস্ত তাঁতিরা তাদের অপরিসীম পরিশ্রম এবং দক্ষতা দিয়ে এই জগৎখ্যাত শাড়িগুলি তৈরি করছেন, তাদের বাড়িঘর মাটির। এমনকি রাতের বেলায় কাজ করার জন্য তাদের পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও থাকে না। আমি নিশ্চিত করে এই সমস্ত তাঁতিদের সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাবো। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষদের কাজের জন্য প্রচুর টাকা অনুদান আসে। কিন্তু পূর্বতন সরকার সেই টাকা নয়ছয় করেছে। মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পরই আমি এই বিষয়ে নির্দিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে জানাবো এবং তাঁতিদের পাশে দাঁড়াবো। বিশ্বজোড়া খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারের উদাসীনতায় ধ্বংসের মুখে মির্জাপুরের গরদ শিল্প। শিল্পীদের একটাই আর্তি, জিআই ট্যাগকে সম্বল করে যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা মেলে, তাহলে বাংলার এই গর্বের শিল্প আবার সোনালি দিন ফিরে পাবে। না হলে অচিরেই বিলীন হবে কয়েকশো বছরের এই ঐতিহ্য।

মোথাবাড়ির ঘটনায় ধৃত আরও ১৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় মোথাবাড়িতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) সংক্রান্ত রাস্তা অবরোধ ও বিচারকদের বেআইনি ভাবে আটকে রাখার অভিযোগে সোমবার রাতে ১৫ জনকে গ্রেফতার করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলাকালীন গত মাসে ঘটে যাওয়া দুটি পৃথক ঘটনায় এই গ্রেফতারি হয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এবং সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি গ্রহণ করার পর তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ। সোমবার মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। একটি মামলায় হাইবোতালা থেকে আমলিতোলা যাওয়ার পথে এক মহিলা বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে প্রায় আট ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত জশিম শেখ ও আসমাউল শেখ-সহ মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য ঘটনায় মোথাবাড়ি ব্লকের বাগমারা সেতু অবরোধের অভিযোগে আলমগীর শেখ, নুরুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনআইএ জানিয়েছে, ঘটনাগুলির পেছনে বৃহত্তর কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত এখনও চলছে।

রেলওয়ে বোগির পরিবহন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এম-টিএসকে-২০২৬-২০ তারিখঃ ২২-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **কাজের নামঃ** তিনসুকিয়া স্থিত কোচিং ডিপো, ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপের রেলওয়ে ওয়ার্কশপের মধ্যে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বোগির পরিবহন। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,১০,১৫,৮৩৮.৭২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৫,১০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এম)/তিনসুকিয়া মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE

আগামী 25.08.2026 তারিখ হইতে আমাদের **বউবাজার শাখা** (বিল্ডিং নং 213-এ, ২য় তলা, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, জেলা-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - 700 012. ফোন - 9072603038 / 7994433687) নিম্নলিখিত নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইবে **বউবাজার নিউ শাখা (বিল্ডিং নং- 12, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, জেলা-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - 700 012. ফোন - 9072603038 / 7994433687)** গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে সমস্ত লেনদেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তাহারা যেন উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করেন।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন :

Call: 6296666746 / 9000024954

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, URBAN RECREATION FORESTRY DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
01/GPW/SL/WBFDC 2026-27	Supplying different garden materials in C/W raising Plant Nursery, under Salt lake Range.	27.05.2026	03.06.2026
02/GPW/TTN/WBFDC 2026-27	Supplying different garden materials in C/W raising Plant Nursery at Tall Tree Nursery under Jawharkunja Range.		
03/GPW/CS/WBFDC 2026-27	Supplying different garden materials in C/W raising Plant Nursery under Calcutta South Range.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/
EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division

কুনকি হাতি ও গন্ডারের লড়াই! বেঘোরে প্রাণ গেল মাহুতের সহযোগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলদাপাড়া, ২৬ মে ঃ কুনকি হাতি ও গন্ডারের লড়াইয়ে প্রাণ গেল হাতিকে দেখাশোনা করা মাহুতের সহযোগীর। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নর্থ রেঞ্জের গভীর জঙ্গলে এই হাড়হিম করা ঘটনা ঘটেছে। মৃত পাতাওয়ালার নাম প্রবীর দাস (২৬)। তার বাড়ি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া খাউচাদপাড়া গ্রামে। জানা গেছে, বনদফতরের পোষা হাতিদের (এদের কুনকি হাতি বলা হয়) জন্য খাবার (লতাপাতা) সংগ্রহ করে একটি কুনকি হাতির পিঠে চড়েই পিলখানায় ফিরছিলেন প্রবীর। রাস্তাতে জঙ্গলের ভেতরেই কুনকি হাতির সঙ্গে একটি গন্ডারের লড়াই বেঁধে যায়। সেসময় কোনভাবে পিঠ থেকে নীচে পড়ে যান প্রবীর। সেসময় গন্ডারটি ২৬ বছরের যুবক প্রবীরকে আক্রমণ করে। কাছেই অন্য আরও কুনকি হাতি থাকায় বিষয়টি অন্য কুনকি হাতিদের সঙ্গে থাকা পাতাওয়ালাদের নজরে পড়ে। দ্রুত জখম প্রবীরকে উদ্ধার করে মাদারিহাট হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় মাদারিহাট জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দিনভর যত্ন নেওয়া হাতির আক্রমণেও মাহুত ও পাতাওয়ালার মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এবার হাতিকে পিলখানায় ফিরিয়ে আনার সময় গন্ডারের আক্রমণে এক পাতাওয়ালার মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। ঘটনায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান জুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। একই দিনে নদীতে নামতেই কুমিরে টেনে নিয়ে গেল এক যুবককে। ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার বৈদ্যনাথ গিরির ঘাটের কাছে কার্জনক্রিক নদীতে। মৃত যুবকের নাম সমরেশ খাঁড়া (৩৬)।

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Reg. Office : Unit 5B, Level 5, RDB Boulevard, Plot K1, Sector V, Block EP & GP, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Salt lake, Kolkata, West Bengal, India, 700091
Corporate Office: G-10, Harmony, 3rd Cross Lane Lokhandwala Complex, Andheri West, Mumbai - 400053. | **Email ID:** rtltd2011@gmail.com | **Website:** www.regencytrust.co.in
CIN: L31009WB1988PLC045119 | **Tel:** +91 8108892327

POSTAL BALLOT NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), Government of India, for holding general meetings / conducting postal ballot process through electronic voting (remote e-voting) vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022, 3/2022 dated May 5, 2022 and December 28, 2022 (the **"MCA Circulars"**) SEBI Circular No. EBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and any other applicable laws and regulations, the following items of special business are proposed to be passed by the Members of BEFOUND MOVEMENT LIMITED (the "Company") through Postal Ballot (**"Postal Ballot"**) only by way of remote e-voting process. An Explanatory Statement pertaining to the said resolution setting out the material facts and reasons thereof form part of this Postal Ballot notice (the "Postal Ballot Notice").

Item No.1: APPOINTMENT OF MS. SAKSHI DUBEY (DIN: 11632384) AS A NON-EXECUTIVE INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY

Item No. 2: TO APPROVE CHANGE IN DESIGNATION OF MR. RAJESH BALBIR KAPOOR (DIN: 02757121) FROM MANAGING DIRECTOR AND CFO TO ONLY MANAGING DIRECTOR

The detailed explanatory statement under section 102 of the Act setting out the material facts concerning the resolutions, forms part of the notice.

This postal ballot is available at the Company's website: https://www.regencytrust.co.in

This postal ballot is available at websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com

This postal ballot is available at websites of CDSL at www.evotingindia.com

In compliance with the MCA and SEBI Circular(s),the Postal Ballot Notice is being sent by e-mail to all Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, National Securities Depository Limited (the "NSDL") and Central Depository Services (India) Limited (the "CDSL") as on Friday, May 22, 2026 (the "Cut-Off Date") and who have registered their e-mail addresses, in respect of electronic holdings, with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings, with the Registrar and Share Transfer Agent of the company i.e Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd ("Purva"), in accordance with the provisions of the Act read with the Rules made thereunder and the framework provided under the MCA circulars. Cut-Off Date is for determining the eligibility to vote by electronic means. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat this Notice for information only.

Manner of registering / updating email address for receiving the documents pertaining to postal ballot

Members may send an email request addressed to rtltd2011@gmail.com and support@purva.com along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self – attested copy of PAN and Client Master copy in case shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable Purva to register their address and to provide them the Postal ballot Notice and the e-voting instructions along with the user ID and Password.

Kindly note that in case the shares are held in electronic form, the above facility is only for temporary registration of email address for receipt of the Postal Ballot Notice and the e-voting instructions along with the user ID and Password. Such members will have to register their email address with their Depository Participants permanently, so that all communications are received by them in electronic form.

Manner of casting vote(s) through e-voting

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of postal ballot through remote e-voting facility ("remote e-voting"). The detailed procedure for e-voting will be provided in the Notice of postal ballot.

Members who do not receive email or whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of postal ballot. The same login credentials can also be used for availing e-voting option.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and manner of casting votes through e-voting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, as amended, read with SEBI (LODR) Regulations, 2015. The details of e-voting are as under :

1. Date of Dispatch of Notice - May 26, 2026
2. The e-voting period begins on May 27, 2026 at 09:00 A.M. and ends on June 25, 2026 at 5.00 p.m during this period, shareholders of the Company holding shares as on the cut-off date i.e. May 22, 2026, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
3. M/s. NVB & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process including the e-voting facility.
4. The result of postal ballot shall be declared on June 26, 2026.
5. Any person who becomes member of the company after the cut-off date may apply for e-voting login id password as per procedure given in the ballot form which is available on www.regencytrust.co.in and www.bseindia.com.
6. Members may contact Mr. Rajesh Kapoor, Managing Director, on +918108892327 email at rtltd2011@gmail.com for any grievances relating to e-voting.

For and on behalf Befound Movement Limited
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Mr. Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN : 02757121

Place : Mumbai
Date : May 26, 2026

পূর্ব রেলওয়ের দ্রুত অগ্রগতিঃ নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াতের লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশনে মাত্র একদিনের মেগা-ড্রাইভে লেভেল ক্রসিং দূরীকরণ এবং ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

কলকাতা, ২৬ মে ঃ যাত্রী নিরাপত্তা এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির এক বিশাল পদক্ষেপে, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওসকরের দূরদর্শী নেতৃত্বে গত ২৪ মে, ২০২৬ তারিখে শিয়ালদহ ডিভিশনে

একটি সমন্বিত মেগা-ব্লক সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মাত্র একদিনের এই অভিযানে রিইনফোর্সড কনক্রিট আন্ডারপাস (সাবওয়ে) নির্মাণের মাধ্যমে দুটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ লেভেল ক্রসিং স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে এবং একই সাথে দেবগ্রাম স্টেশনে একটি উন্নত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। এই প্রকৌশলগত সাফল্যের ফলে লেভেল ক্রসিং গেট নং ১১৯ই (বেলডাঙ্গা ও সরগাছির মধ্যে) এবং লেভেল ক্রসিং গেট নং ৯৮টি (দেবগ্রাম ও পাগলা চন্ডীর মধ্যে) সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। অত্যন্ত সীমিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে রেলের টিম দুটি ৩৫০ টনের রোড ক্রেন, পাঁচটি পোকলেইন এক্সকাভেটর এবং ভারী ব্যাকআপ ক্রেন ব্যবহার করে ২০টি ৬x৪.৬৫ মিটার সাইজের রিইনফোর্সড সিমেন্ট কনক্রিট বক্স এবং ১৮টি বেস স্ল্যাব স্থাপন করেছে। বর্ষাকালে আন্ডারপাসগুলো যাতে জলমুক্ত ও টেকসই থাকে, তার জন্য পলিউরিয়া সারফেস কোটিং, জিওটেক্সটাইল সহ হাই-ডেনসিটি পলিথিন শিট এবং ডিম্পল বোর্ডের সাহায্যে অত্যাধুনিক ওয়াটারপ্রুফিং (জলপ্রতিরোধক) ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন এড়াতে, পূর্ব রেলওয়ে অত্যন্ত চতুরতার সাথে এই আন্ডারপাস নির্মাণের শ্যাডো ব্লক (একই সময়ে বরাদ্দকৃত সময়)- কে কাজে লাগিয়ে ট্র্যাক এবং বৈদ্যুতিক লাইনের আধুনিকীকরণের কাজও একসঙ্গে সেরে ফেলেছে। রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম সরগাছি স্টেশনের আপ লাইনে ৪৫৫ মিটার কমপ্লিট ট্র্যাক রিনিউয়াল (সম্পূর্ণ রেললাইন পরিবর্তন)-এর কাজ শেষ করেছে-যার মধ্যে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভারী ট্র্যাক শিফটিং-এর কাজও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পাশাপাশি বহরমপুর কোর্ট এবং সরগাছির মধ্যে ডাউন লাইনে ০.৭৮০ ট্র্যাক কিলোমিটার থ্রু রেল রিনিউয়াল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুরনো ৫২ কেজি ওজনের ট্র্যাকগুলোকে আরও মজবুত ৬০ কেজি স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা ১০টি অ্যালুমিনো থার্মিট রেল ওয়েল্ডিং এবং বেলডাঙ্গায় একটি নতুন থিক ওয়েব সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট দ্বারা সুরক্ষিত। একই সময়ে, বৈদ্যুতিক বিভাগ ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংস্কার করেছে, যার মধ্যে ৪০ টি ক্যান্টিলিভার অ্যাসেট, ৪টি অটো টেনশনিং ডিভাইস এবং ৮৬টি ইনসুলেটর পরিষ্কার করার কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরই পরিপূরক হিসেবে, দেবগ্রাম স্টেশন সফলভাবে একটি রেট্রোফিটেড সিমেন্স (MK-II) ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে স্থানান্তরিত হয়েছে। কোনো আউটডোর পরিবর্তন ছাড়াই নির্ধারিত নন-ইন্টারলকিং সময়ের মধ্যে সন্ধ্যা ১৮.৩৫ মিনিটে এই ডিজিটাল ব্যবস্থাটি চালু করা হয়, যা আপডেট হওয়া ফেইল-সেফ লজিকের মাধ্যমে ৩৫টি ট্রেন রুটকে স্বয়ংক্রিয় ও সুরক্ষিত করে। এই আপগ্রেডের সাথে একটি নতুন এফট্রনিক্স ডেটালগার, বেথুয়াডহরি ও পাগলা চন্ডীর সাথে একটি নিরাপদ ইউনিভার্সাল ফেইল-সেফ ব্লক ইনস্ট্রুমেন্ট এবং একটি নটোফায়ার স্বয়ংক্রিয় অগ্নি সতর্কীকরণ ব্যবস্থাও যুক্ত করা হয়েছে। শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন যে, এই পরিকাঠামোমূলক মেগা-ড্রাইভটি সমগ্র ডিভিশন জুড়ে নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মোড়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং গেটগুলো স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেওয়ায় সড়ক ও রেলের সংঘর্ষের ঝুঁকি এবং গেট খোলার অপেক্ষায় ট্রেন আটকে থাকার সমস্যা চিরতরে দূর হলো। তিনি আরও জানান যে, আধুনিকীকৃত ৬০ কেজি ট্র্যাক এবং উন্নত সিমেন্স ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থা ট্রেনের গতি ও ফেইল-সেফ লজিককে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে যাত্রীরা সরাসরি আরও উন্নত সময়ানুবর্তিতা, অত্যন্ত মসৃণ যাত্রা এবং দৈনিক কম যাতায়াতের সময়ের সুবিধা পাবেন। পরিশেষে বলা যায়, মাত্র একদিনের এই আধুনিকীকরণ সাধারণ যাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান সরাসরি উন্নত করবে। সড়ক ও রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়ায় যাত্রীরা এখন একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও বিচ্ছিন্ন ট্র্যাক নেটওয়ার্কের সুবিধা পাবেন। গেট বন্ধ বা খোলার কারণে ট্রেনকে আর হঠাৎ গতি কমাতে হবে না, ফলে ট্রেনগুলো এখন সর্বোচ্চ গতি বজায় রাখতে পারবে এবং যাত্রীরা একদম সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এই মেগা-ড্রাইভের সফল বাস্তবায়ন আধুনিক গণপরিবহনের প্রতি পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকেই পুনরুজ্জীবিত করে।

তছনছ বালুরঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৬ মে ঃ ঝড়-বৃষ্টিতে তছনছ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু এলাকা। গত এক সপ্তাহ ধরে লাগাতার ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে জেলা জুড়ে। যার ফলে প্রতিদিনই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। সোমবার রাতের ঝড়-বৃষ্টির কারণে বালুরঘাট শহরের মঙ্গলপুর এলাকার পুরসভার হোর্ডিং পোস্ট ভেঙে পড়েছে। জলঘর এলাকায় রাস্তার উপরে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। এর জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বালুরঘাট-তপন রাস্তা। যেতে পারেনি কোনও গাড়ি। কামারপাড়া চিঙ্গিশপুর এলাকায় ঝড়ে একাধিক গাছ ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ মঙ্গলবার সকাল থেকেই গাছ কেটে রাস্তায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়।

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 160/ 2026-27, SL No.-1, Date: 26.05.2026
Invites e-tender for the work: Electronic audio system and smart digital board system under the scheme modification and upgradation of rooms for panchayat office conference hall. Date of Opening of Financial proposal(online): **15/06/2026 at 02.00pm.** For details visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিসিই-কন-II-কেজিপি-১০-২০২৬, তারিখ ২৫.০৫.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন-II)/ খড়গপুর, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডেপুটি সিই/ কন-II/খড়গপুর, দঃ পূঃ রেলওয়ের অধিক্ষেত্রাধীনে রেল ট্র্যাক বিছানোর সঙ্গে এলএইচবি ফেজ-I এবং II-এর সংযোগ করার জন্য টেন্ডার তালিকা। **ব্যয় ঃ** ১,০০,৪৩,৮৮৬.৪০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,০০,৯০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৫.০৬.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-230)**

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-০৩-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২২-০৫-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** আরএন-এসটি-০৩-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** রঙিয়া ডিভিশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নর লক্ষ্যে এসএসই/ টেলি/আইসি/বঙ্গাইগাঁও -এর অধীনে ইনডোর ও আউটডোর কাজের জন্য টেলিকম সরঞ্জামের পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,১৪,৭৮৭.৫২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৯৮,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৮-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং খোলা হবে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, URBAN RECREATION FORESTRY DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows: -

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
04/GPW/MTPS/ WBFDC/2026-27	Supply of 42 Nos. 4 stroke petrol engine brush cutter at MTPS, DVC, Mejia.	27.05.2026	03.06.2026

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites e-tender percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/052/031/2025-2026/D (1st Call)
Name of the work: **Restoration of Paver Block Footpath near 22/B S. N. Banerjee Road and adjacent area in Ward No.-52.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,97,846.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/053/030/2025-2026/D (1st Call)
Name of the work: **Restoration of Paver Block Footpath disturbed due to Natural Wear & Tear at 156 A. J. C. Bose Road, 25, 28, 30, 31 G. C. Bose Road and surrounding area in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,81,890.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **06.06.2026 - 3 PM (For Sl. No. 1 & 2).** Tender open date: **08.06.2026 - 3 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.05.2026 (6 PM) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (M) (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/GRBU/T42/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of 100 LPS DWF pump no. 1 at Begore Khal DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/T1/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Monikhali DPS under GRBU (for 5 months).** Estimated amount: **₹ 2,07,737.00.** Earnest money: **₹ 4,200.00.** Period of completion: **5 months.** Last date and time of submission of bid: **08.06.2026 - 6 PM (For Sl. No. 1)** and **08.06.2026 up to 5 PM (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2026 (6 PM) (For Sl. No. 1)** and **30.05.2026 at 5 PM (For Sl. No. 2).** The websites: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1)** and **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-XII, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/299/25-26
Name of the work: **Improvement of street lighting system with installation of 58 street lights with fittings with 200 Watt LED in different parts of Ward No. 101 under Borough-XII under Jadavpur AC.** Estimated amount: **₹ 4,99,269.14.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **10.06.2026 up to 3 PM.** The bid forms and other details are available on and from **26.05.2026 from 2 PM.** The website: **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites e-tender online percentage two bids system for the following work:

NIT No. : SWM-II/HQ/01/2026-27
Tender ID : **2026_KMC_1025490_1.** Name of the work: **Operation of Departmental Wrecker under Dhapa Garage.** Estimated amount: **₹ 1,87,488.00.** Earnest money: **₹ 3,800.00.** Period of completion: **183 days.** Last date and time of submission of bid: **06.06.2026 up to 1 PM.** The bid forms and other details are available on and from **26.05.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (53/26-27)

কালি তৈরির কারখানায় আগুন, ৬ টি ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রপুর, ২৬ মে ঃ ভয়াবহ আগুন লাগল নরেন্দ্রপুর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায় মঙ্গলবার সকালে একটি কালি তৈরির কারখানায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কারখানাটিতে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে আচমকাই কারখানার ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা কারখানা জুড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকেই নিরাপত্তার কথা ভেবে এলাকা থেকে দূরে সরে যান। আশপাশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কারখানায় কালি তৈরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আগুন লাগার পর বিস্ফোরণের মতো শব্দও শোনা যায়। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। আগুনের উৎস কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। প্রথমে দুটি ইঞ্জিন পৌঁছলেও আগুনের ভয়াবহতা দেখে পরে আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয়। মোট ৬ টি দমকলের ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। দমকল কর্মীরা আগুন যাতে আশপাশের অন্য কারখানা বা বসতবাড়িতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর দেন। পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। কৌতূহলী মানুষের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। শিল্পাঞ্চল বা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাসায়নিক কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes EOI on behalf of the **Divisional Manager, Kolkata Forest corporation Division** as follows:

EOI No.	Name of Project	Date of Publication	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
EOI No. 02/ IV-4/89(P-IX)	Supply of one vehicle on monthly basis for official use of Board Member of WBFDCL under the **Divisional Manager, Kolkata Forest corporation Division**	27.05.2026	28.05.2026	05.06.2026
EOI No. 03/ IV-4/89(P-IX)	Supply of one vehicle on monthly basis for official use of Higher officials of WBFDCL under the **Divisional Manager, Kolkata Forest corporation Division**	27.05.2026	28.05.2026	05.06.2026

Details of EOI can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

পূর্বাশা রিসোর্স লিমিটেড
[CIN-L55993WB1960PLC032908]
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ (০৩৩) ২২২৯-২৮৮১
ইমেইলঃ corporate@purbasharesources.in, ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২৬শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে।

SEBI (তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশ বিষয়ক প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৭-এর সাথে পঠিত প্রবিধান ৩৩ অনুসারে, উল্লিখিত ফলাফলসমূহ এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের 'অপরিবর্তিত মতামত' সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in-এ উপলব্ধ রয়েছে এছাড়া প্রদত্ত QR কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬।০৫।২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
বিকাশ আগরওয়াল বিনজরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00012978

বিশ্বকাপ সম্প্রচারের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে! পরিত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এল 'জি'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ মেঃ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে হাতেগোনা দিন বাকি। ভারতে সম্প্রচারের লড়াইও শেষ বাঁকে ঢুকে পড়েছে। আর সেই দৌড়ে আপাতত এগিয়ে জি এন্টারটেনমেন্ট। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিফা খুব দ্রুত ভারতের সম্প্রচার-সঙ্গীর নাম ঘোষণা করতে পারে। শেষ দফার আলোচনায় ছিল জিওহটস্টার এবং জি। তবে বাজারদর নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থান আলাদা হওয়ায় পাল্টে গিয়েছে ছবিটা। শুরুতে ২০২৬ এবং ২০৩০ বিশ্বকাপের যৌথ সম্প্রচারস্বত্বের জন্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার চেয়েছিল ফিফা। কিন্তু বাজারে তেমন সাড়া না মেলায় দাম নেমে এসেছে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। জিওহটস্টার নিজেদের দর ২০ মিলিয়ন ডলারের আশপাশে আটকে রাখলেও জি আনুষ্ঠানিকভাবে বিড জমা দেয়। সেই সূত্রে তারাই বড় দাবিদার হয়ে উঠেছে। এর আগে সোনি এবং ফ্যানকোড রেস থেকে সরে দাঁড়ানোয় লড়াই কার্যত দুই পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী সপ্তাহে চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে বলে সূত্রের দাবি। ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোয়। ফলে ভারতের দর্শকদের জন্য সময়টা খুব সুবিধার নয়। ১০৪টি ম্যাচের প্রায় ৯০ শতাংশ ভারতীয় সময় রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে এই সময়সীমা বরাবর ঝুঁকিপূর্ণ। তার উপর ভারত বিশ্বকাপে খেলছে না। ফলে দর্শকসংখ্যা কতটা হবে, তা নিয়ে সম্প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে জোর সংশয়। এর আগে ২০২২ কাতার

বিশ্বকাপের স্বত্ব কিনতে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। বিজ্ঞাপন থেকে সেই বিনিয়োগর অর্ধেকও ওঠেনি বলে শিল্পমহলের অনুমান। ফলে ফিফার আগের মূল্যায়ন যে বাজারের বাস্তবতার সঙ্গে মিলছে না, সেটা এতদিনে স্পষ্ট। বিশ্বকাপে না খেললেও, বাজার হিসেবে ভারতকে এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে বিশ্বফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। কলকাতা, কোচি, গোয়া, বেঙ্গালুরুর মতো পুরনো ঘাঁটিগুলো তো বটেই, তার সঙ্গে মেট্রো শহরগুলিতে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের জনপ্রিয়তা গত কয়েক বছরে অনেক গুণ বেড়েছে। ৪৮ দলের বিশ্বকাপ হওয়ায় এবার ম্যাচ সংখ্যা ৬৪ থেকে বেড়ে ১০৪। অর্থাৎ, টুর্নামেন্ট আরও বড়, আরও জটিল। ফিফা সেটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে। কয়েক বছর আগেও ক্রীড়া সম্প্রচারে নিয়মিত নাম ছিল জি। তারপর তারা ধীরে ধীরে সরে যায়। এবার বিশ্বকাপের হাত ধরে ফের সংস্থাটি বড় মঞ্চে ফিরতে চাইছে। কিন্তু শুধু স্বত্ব পেলেই কাজ শেষ নয়। গভীর রাতের ম্যাচ, বিজ্ঞাপনের চাপ, ডিজিটাল দর্শক টানার লড়াই-সব মিলিয়ে চ্যালেঞ্জ বেশ জটিল।

ক্রিকেট সম্প্রচার বন্ধের পথে হটস্টার?

বিরাট-রোহিতদের নিয়েও আগ্রহ নেই!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ মেঃ জাতীয় দলের ক্রিকেট নিয়ে আমজনতার আগ্রহ কি শেষ? এমনটাই অনুমান করা যায় জিও হটস্টারের ভাইস চেয়ারপার্সন উদয় শংকরের কথায়। তিনি সাফ প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতীয় দলের ম্যাচ মানেই কি সেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালা হবে? আকাশছোঁয়া দামে কেনা হবে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের ম্যাচ সম্প্রচারের স্বত্ব? উদয়ের মতে, ক্রীড়াসংস্থাগুলি যেভাবে সম্প্রচার স্বত্বের দাম বাড়াচ্ছে তাতে খুব তাড়াতাড়িই আগ্রহ হারাবে সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলি। তার নেপথ্যে অন্যতম কারণ হতে চলেছে ভারতীয় আমজনতার মানসিকতাও। উদয় প্রশ্ন তুলেছেন সম্প্রচার স্বত্বের দাম নিয়ে। তাঁর মতে, ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের জন্য জিও হটস্টার যা অর্থ ব্যয় করবে, সেই একই পরিমাণ অর্থ কেন শ্রীলঙ্কা বা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতে ম্যাচে কেন খরচ হবে? এটা আশা করাও ঠিক নয়। পরিসংখ্যান বলছে, করোনা পরবর্তী সময়ে সম্প্রচার স্বত্বের দাম যেভাবে হুড়মুড়িয়ে বেড়েছিল, সেই মূল্যবৃদ্ধির হার এখন কমেছে। আগামী বছর বিশ্বকাপের পর থেকে প্রত্যেক ম্যাচে সম্প্রচারের দাম অন্তত ১৩ শতাংশ কমবে বলেই মনে করছেন সমীক্ষকরা। এই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসার পরেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি জাতীয় দলের খেলা দেখতে আমজনতা আর আগ্রহী নন? যদি দর্শকদের আগ্রহ থাকত তাহলে লাভের আশায় চড়া দামে সম্প্রচার স্বত্ব কেনা হত। যেহেতু ভারতীয় দলের সব ম্যাচে দর্শকদের আগ্রহ থাকছে না, সেকারণেই শ্রেণিবিভাজন হচ্ছে জাতীয় দলের ম্যাচ নিয়ে। এছাড়াও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অতিরিক্ত ক্রিকেট খেলছে ভারত, তাতে দর্শকরা দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না। তাঁদের মন থাকছে স্রেফ মেগা টুর্নামেন্ট এবং হাইভোল্টেজ সিরিজের দিকেই। অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় দল খেললেও দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা সেই ম্যাচগুলি দেখছেন না বলেই মত উদয়ের। তিনি মনে করছেন, যে দর্শকরা ইতিমধ্যেই ক্রিকেট থেকে সরে গিয়েছেন বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের উপর বিনিয়োগ করে লাভের আশা নেই। জিও হটস্টার কর্তার মতে, ক্রিকেটের পরিমাণ কমানো উচিত, মূলত দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলো। কারণ এই সিরিজে দর্শক উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। একইসঙ্গে সম্প্রচার স্বত্ব কেনার খরচও কমানো উচিত, নয়তো অদূর ভবিষ্যতে ক্রিকেট সম্প্রচার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

'১৭৫ নয়, টি-টোয়েন্টিতে ২০০ হাঁকাতে চাই!' ক্রিস গেইলকে কলার-তোলা চ্যালেঞ্জ বৈভবের

নিজস্ব প্রতিনিধি

১৫ বছরে পৌঁছে বেশিরভাগ ক্রিকেটার প্রথমে সিনিয়র দলে জায়গা পাকা করার কথা ভাবে। বৈভব সূর্যবংশী বাকিদের থেকে আলাদা। এখন তাঁর মাথায় ঘুরছে টি-টোয়েন্টিতে দুশো হাঁকানোর কথা। সেটাও কিনা চুপিচুপি বলা কিংবা মনের গোপন কোণে রাখা নয় ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করে ফেলেছেন তিনি! রাজস্থান রয়্যালসের বিস্ময়-ব্যাটার রাখঢাক না করে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন ক্রিস গেইলকে। নিশানায় ১৭৫ রানের বিশ্বরেকর্ড। কেভিন পিটারসেনের ৪১.৬৪। স্ট্রাইক রেট ২৩২.২৭, একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতরান-সমেত। সবচেয়ে মারাত্মক পরিসংখ্যান- চলতি মরসুমে ইতিমধ্যে ৫৩টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। এক আইপিএল সিজনে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারির রেকর্ড এখন তাঁর দখলে। গেইলের ২০১২ সালের ৫৯ ছক্কার রেকর্ড ভাঙতে আর মাত্র সাতটি ছক্কা দরকার। গত বছর গুজরাতের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে শতরান হাঁকিয়ে আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ভারতীয় শতকবীর বৈভব একই ম্যাচে সবচেয়ে কম বয়সি টি-টোয়েন্টি

ইউটিউব শো-তে বৈভবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এত দ্রুত হাফসেঞ্চুরি করার পর তিনি উদযাপন করতে ভালবাসেন কি না। উত্তরে ঠান্ডা গলায় জবাব, 'না অতটাও নয়।' তারপরই আসল বোমা। বৈভবের মন্তব্য, ''আমি টি-টোয়েন্টিতে ২০০ করতে চাই। গেইলের রেকর্ড ভাঙতে চাই।'' ২০১৩ সালে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে ৬৬ বলে অপরাজিত ১৭৫ করেন গেইল। আপাতত সেটাই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ইনিংস সাজানো ১৩টি চার, ১৭টি ছক্কায়। মাত্র ৩০ বলে শতরানে পৌঁছে যান ক্যারিবিয়ান তারকা। বেশিরভাগ ক্রিকেটারের কাছে সেই কীর্তি গল্পের মতো। বৈভবের কাছে যদিও প্রত্যাশিত 'টার্গেট'। আর মজার ব্যাপার হল, তাঁর সাম্প্রতিক রেকর্ড তলিয়ে দেখলে এমন দর্পিত ঘোষণা একেবারে অবাস্তবও ঠেকে না! এবারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ৫৮৩ রান করেছে বৈভব। গড় সেঞ্চুরিয়ানের গরিমা অর্জন করেন। রেকর্ড বুক বলছে, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও ৭ ম্যাচে ৪৩৯ রান করেছিলেন বৈভব। স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৭০। হাঁকান ৩০টি ছক্কা। যুব বিশ্বকাপের ইতিহাসে যা সর্বাধিক। ভারতের হয়ে ছোটদের একদিনের ক্রিকেটেও এখন সর্বাধিক রান তাঁর দখলে। ২৫ ইনিংসে ১৪১২, গড় ৫৬.৪৮। এর মধ্যে চারটি সেঞ্চুরি। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে প্রায় প্রতি টুর্নামেন্টেই নতুন রেকর্ড হাসিল করছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ টেস্টে ৫৮ বলে শতরান, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সবচেয়ে কম বয়সি সেঞ্চুরিয়ান, বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৯০ রান- তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। ২০২৫ সালের মেগা নিলামে ১ কোটিও বেশি টাকায় বৈভবকে দলে নেয় রাজস্থান। তখন অনেকে একে 'ঝুঁকি' বলে দেগে দিলেও এখন বোঝা যাচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্ভবত ভবিষ্যতের জন্য আগাম বুকিং করে ফেলেছিল!

ক্রিকেটকে বিদায় ৬টা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল খেলা স্পিনারের

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৬ মেঃ আইপিএল প্লেঅফের আগে অবসরের ঘোষণা করলেন ৩৫ বছর বয়সি স্পিনার মুরুগান অশ্বিন। আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে থেকে তিনি অবসরের ঘোষণা করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁর অবসরের কথা জানান মুরুগান। কেরিয়ারের শুরুটা তিনি করেছিলেন রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টসের হয়ে এবং আইপিএল-এ তাঁর শেষ ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস। তিনি অবসরের পোস্টে তাঁর সব ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ইন্সটাগ্রাম পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমি মাত্র ৬ বছর বয়সে ক্রিকেট খেলা শুরু করি। তার পর থেকে ক্রিকেটের প্রতি আমার ভালোবাসা শুরু হয় এবং এই ক্রিকেট আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছে। আমি আজ যেখানে আছি সেটা ক্রিকেটের জন্যই। আমি তাই এ বার আমার কেরিয়ারের একটা বড় আপডেট শেয়ার করতে চাই। আমি ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএল থেকে অবসর নিচ্ছি। তবে আমি ক্রিকেট নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলোকে কাজে লাগাব। আমি প্রতিযোগিতামূলকস্তরে ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাব।' এখনও পর্যন্ত তিনি মোট ৬টা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল-এ খেলেছেন। রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টসের হয়ে শুরু করার পর তিনি খেলেছেন দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (এখন দিল্লি

ক্যাপিটালস), রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, কিং ইলেভেন পাঞ্জাব (এখন পাঞ্জাব কিংস), মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রাজস্থান রয়্যালসে। তবে এতগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেললেও আইপিএল-এ খেলেছেন মাত্র ৪৪টা ম্যাচ ও নিয়েছেন ৩৫টা উইকেট। গড় ৩৩.২০। তাঁর ইকোনমি ৮.০১। তিনি নিজের ফেয়ারওয়েল মেসেজে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রোহিত শর্মাকে। জানান, ২০১৬ সালে অভিষেকের পর থেকে এদের সহচর্যে থেকেই তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন ভালো ক্রিকেটার হিসেবে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর এবং চণ্ডীগড় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ২০১২ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক হয় মুরুগান অশ্বিনের। শুরুতে সাতটা ম্যাচে তিনি মাত্র একটা উইকেট নেন। লিস্ট ক ক্রিকেটে তিনি ৩৪টা ম্যাচে ৩৫টা উইকেট নেন। যারমধ্যে রয়েছে একটা পাঁচ উইকেট। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১১৫টা উইকেট নিয়েছেন।

মেসির চোট নিয়ে যে খবর জানাল ইন্টার মায়ামি

স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি ও বিশ্বজুড়ে অগুনতি সমর্থকেরা। লিওনেল মেসির চোট গুরুতর কিছু নয়। ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, মূলত পেশিতে অতিরিক্ত চাপ ও ক্লান্তিতে ভুগছেন তাদের অধিনায়ক।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ২৬ মেঃ তার মাঠে ফেরার সম্ভাব্য সময় এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার প্রস্তুতি ম্যাচগুলিতেও তিনি খেলতে পারবেন। ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে মেজর লিগ সকারে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিপক্ষে ম্যাচে ৭৩তম মিনিটে মাঠ ছেড়ে যান মেসি। একটি ফ্রি কিক নেওয়ার পর তিনি বাঁ উরুর পেশি হাত দিয়ে চেপে ধরেন। পরের কিছুটা সময় তিনি ঠিকমতো দৌড়াতে পারছিলে না। এক পর্যায়ে বদলির ইশারা করেন এবং মাঠ থেকে উঠে যান। বিশ্বকাপ যখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে, মেসির এভাবে মাঠ ছেড়ে যাওয়া তখন শঙ্কার চোরাস্রোত বইয়ে দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে। তবে তাদের জন্য স্বস্তির খবর হয়ে এসেছে ইন্টার মায়ামির বিবৃতি। সোমবার আরও ডাক্তারি পরীক্ষার পর প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তার বাম হ্যামস্ট্রিংয়ে অতিরিক্ত চাপের কারণে পেশিতে ক্লান্তিজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি কবে শারীরিক কার্যক্রমে ফিরতে পারবেন, তা নির্ভর করবে তার চিকিৎসাগত ও শারীরিক অগ্রগতির ওপর। এই সমস্যার কারণে মেসিকে কোনো ম্যাচ বাইরে থাকতে হবে কি না, তা নিশ্চিত নয় এখনও। বিশ্বকাপের জন্য মেজর লিগ সকারে এখন দুই মাসের বিরতি। ক্লাবের কোনো ম্যাচ তাই তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হচ্ছে না। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ১৬ জুন। আলজেরিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচেও তিনি নিশ্চিতভাবেই খেলবেন, যদি নতুন করে কোনো সমস্যা না হয়। বিশ্বকাপের আগে প্রীতি ম্যাচে বা মূলত প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতীয় সময় ৭ জুন ভোরে হন্ডুরাসের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা, তিন দিন পর ম্যাচ আইসল্যান্ডের সঙ্গে। এই ম্যাচগুলোতে মেসি খেলবেন কি না, সেটিই এখন দেখার ব্যাপার। সংবাদমাধ্যমের খবরে অবশ্য ইতিবাচক বার্তাই পাওয়া যাচ্ছে ৩৮ বছর বয়সী তারকাকে নিয়ে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ স্কোয়াড এখনও ঘোষণা করেননি স্কালোনি। মেসিও আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকাপে খেলার ঘোষণা দেননি এখনও। তবে তাকে ছাড়া আর্জেন্টিনা দল ভাবা যায় না এখনও। এবার তিনি খেলবেন ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি 'গোল্ডেন বল' জিতেছেন তিনি দুবার, যে কীর্তি নেই আর কারও। তার নৈপুণ্যেই গত বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ৩৬ বছরের শিরোপা খরা ঘুচিয়েছে আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে ১০ নম্বর জার্সি কে পরবেন

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ২৬ মেঃ ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলে '১০ নম্বর' জার্সি শুধু একটি সংখ্যা নয়, বরং বিশাল এক ঐতিহ্য, দায়িত্ব ও মর্যাদার প্রতীক। এই জার্সি পরেই ইতিহাস গড়েছেন পেলে-জিকো-রোনাল্ডিনহোর মতো কিংবদন্তিরা। এরপর দলীয় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার অন্যতম এই স্মারক ওঠে নেইমারের গায়ে। ব্রাজিল দলে লম্বা সময় ধরে ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন নেইমার। তবে ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে গুরুতর চোট পাওয়ার পর তিনি মাঠের বাইরে চলে যান। এরপর এই জার্সিটি কখনো কখনো পরেছেন রাফিনিয়া, আবার কখনো ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবে নেইমার বিশ্বকাপ দলে ফেরার পর '১০ নম্বর' জার্সি কে পরবেন, তা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা। গুঞ্জন শোনা যায়, নেইমার নন ভিনিসিয়ুসই হয়তো এই জার্সি পরতে যাচ্ছেন। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন ভিনি নিজেই। রিয়াল মাদ্রিদের এই উইঙ্গার বলেছেন, এই '১০' নম্বর জার্সি তাঁর কাছে বিশেষ কিছু নয়, বরং এটি নেইমারেরই প্রাপ্য। ভিনিসিয়ুস এক সাক্ষাৎকারে ব্রাজিলিয়ান ইউটিউব চ্যানেল 'কেইম টিভি'-কে বলেন, ''আমি এখনো জানি না বিশ্বকাপে আমার জার্সি নম্বর কী হবে, তবে ১০ নম্বর জার্সি নেইমারেরই। এটা তো স্পষ্ট।'' ভিনিসিয়ুস ব্রাজিল জাতীয় দলে ২০২২-২৩ মরসুম থেকে বিভিন্ন সময়ে '১০ নম্বর' জার্সি পরেছেন। বিশেষ করে নেইমার চোটের কারণে অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করতেও দেখা গেছে। এখন নেইমার যদি বিশ্বকাপে ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেন, সে ক্ষেত্রে ভিনিসিয়ুস হয়তো আবারও নিজের চিরচেনা '১০ নম্বর' জার্সি পরবেন।

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক স্পেনে, কাঠগড়ায় কোচ দে লা ফুয়েন্তে!

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৬ মেঃ গতকালই বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে স্পেন। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে গতকাল রাতে ২৬ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছেন। তবে এরপর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিতর্কের কারণ, এই প্রথমবার বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত স্পেনের চূড়ান্ত দলে নেই কোনও রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়। ফুয়েন্তের এই সিদ্ধান্তে হতবাক স্প্যানিশ ভক্তরা। ২০১০ সালে প্রথম ও শেষবারের জন্য বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্প্যানিশ দল। তবে তারপর থেকে শুধুই হতাশা। ২০২২ বিশ্বকাপে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন মোরাতা, রদ্রিরা। কিন্তু দুই বছর পর এই স্পেনই ইউরো কাপ জিতে ইউরো সেরা হয়েছিল।

তবে এই দল ঘোষণার পর থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে স্পেন। আশা করা হয়েছিল, রিয়ালের তিন ফুটবলার - ফ্রান গার্সিয়া, আলভারো কারেরাস ও ডিন হুইসেন স্প্যানিশ দলে থাকবেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই ধারাবাহিক ভাল পারফরম্যান্স রয়েছে ক্লাবের জার্সিতে। কিন্তু কোচ ফুয়েন্তে এই তিনজনকেই উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার প্রায় ৩ সপ্তাহ আগে এই ঘটনায় রীতিমতো উত্তপ্ত স্প্যানিশ ফুটবল। স্পেনের এই দলে প্রত্যাশা মতোই জায়গা পেয়েছেন ১৯ বছর বয়সী তারকা লামিন ইয়ামাল। দলে রয়েছেন নিকো উইলিয়ামসও। মরসুমের শেষের দিকে চোট পেয়েছেন এই বার্সা তারকা ইয়ামাল। পেশির সমস্যায় ভুগছেন উইলিয়ামসও। তবে ফুয়েন্তের আশা, বিশ্বকাপ ম্যাচের আগে এই দুই তরুণ ফুটবলারই সুস্থ হয়ে উঠবেন। দলের আক্রমণ বিভাগ সামলাবেন দানি অলমো, ফেরান তোরেস, মিকেল ওয়েরজাবালরা। স্পেনের এই দলে বার্সেলোনা থেকে সুযোগ পেয়েছেন ৮ জন, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ৩ জন কিন্তু স্পেনের ফুটবল ভক্তদের মধ্যে প্রশ্ন, কেন ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলা সত্ত্বেও দলে সুযোগ পেলেন না রিয়াল মাদ্রিদের তারকারা? শুধু তাঁরা রিয়ালের খেলোয়াড় বলেই কি তাঁদের সুযোগ দেওয়া হয়নি। কোচ ফুয়েন্তে যতই 'ফর্ম' নিয়ে কথা বলুন না কেন, এই মুহূর্তে রিয়াল প্লেয়ারদের অনুপস্থিতিই সবচেয়ে আলোচ্য বিষয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com